প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৪০ ❖ ৩১ অক্টোবর - ৬ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

নিখিল সাধু-সাধ্বীদের মহাপর্ব ও
পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস

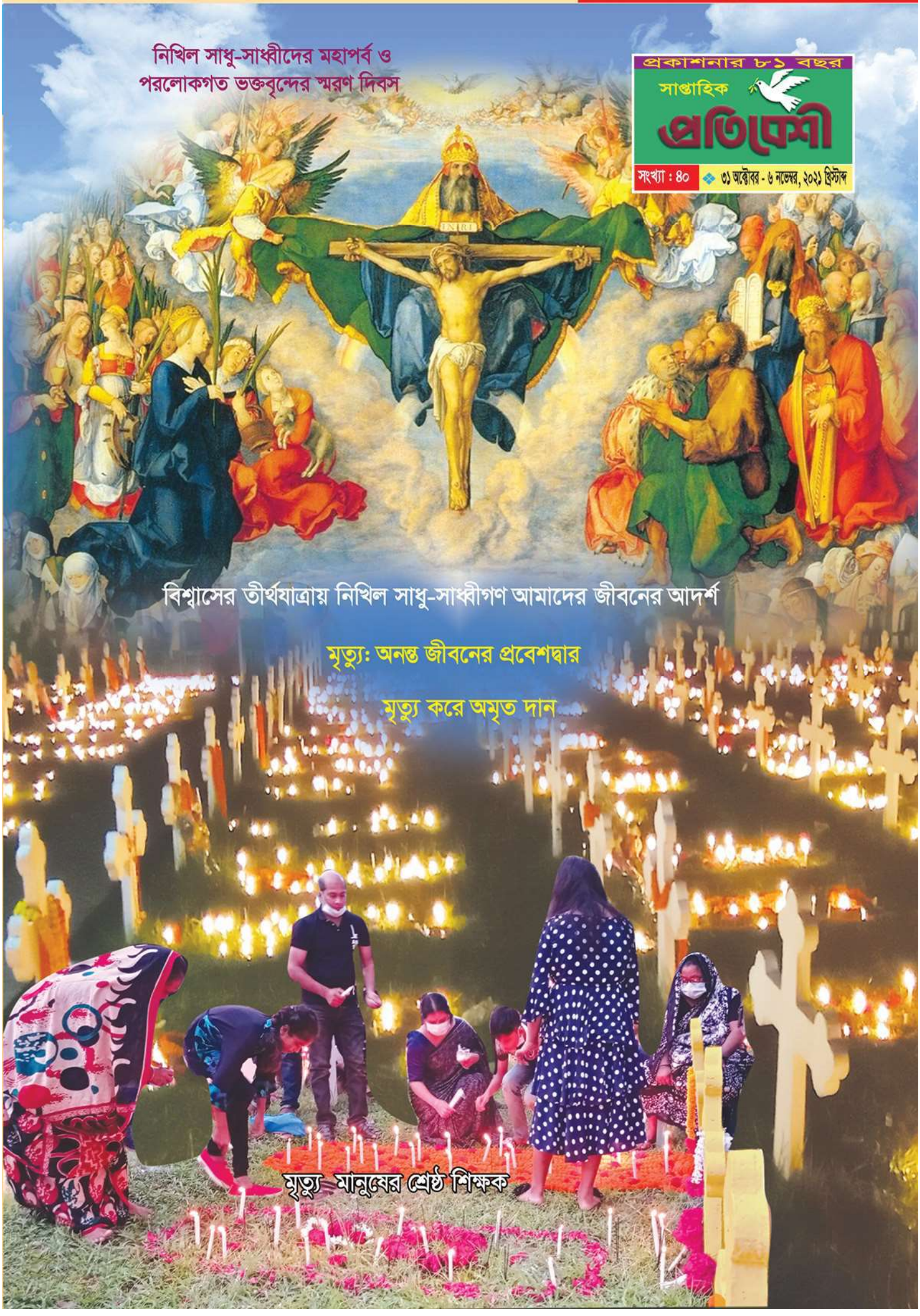

বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় নিখিল সাধু-সাধ্বীগণ আমাদের জীবনের আদর্শ

মৃত্যু: অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার

মৃত্যু করে অমৃত দান

মৃত্যু মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক

৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

"মনে পড়ে
সেইদিনের সন্ধ্যাবেলায়
আমি এপারে দাঁড়িয়ে।
তুমি ঐপারে
ভাসালে ভেলা।"

যোসেফ দীলিপ দেছা
জন্ম : ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
ভাওলীয়া বাড়ি, মোলাশীকান্দা

সত্যিই দেখতে দেখতে ছয়টি বছর পেরিয়ে গেল কখন! আজও আমার সবকিছু দুঃস্বপ্নের মত মনে হয়। ইদানিং কয়েকটা নিকট আত্মীয়র অকাল মৃত্যুতে, তোমার বিদায় বেলার সবকিছু যেন আবার তাজা হয়ে উঠেছে। এখন শুধু হারানো দিনের সেই মধুর স্মৃতিগুলির কথা মনে করে দিনগুলি অতিবাহিত করছি। তুমি তো চলে গেলে সব ছেড়ে। আমরা পড়ে রইলাম দুঃখ কষ্টের ডালি নিয়ে। সবই বিধাতার বিধান, আমাদের মেনে নিতে হয়।

প্রার্থনা করি, ঈশ্বর যেন তোমাকে তাঁর সান্নিধ্যে রাখেন, এবং আমাদের জন্য প্রার্থনা করো যেন আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে চলতে পারি ও শেষে তোমাদের সাথে স্বর্গধামে স্থান পাই।

শোকার্ত পরিবারবর্গ
ভাওলীয়া বাড়ি
মোলাশীকান্দা
হাসনাবাদ ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/২৯৫/২১

২৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

বাসন্তী মারীয়া গমেজ
জন্ম: ৩০ নভেম্বর ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২১ অক্টোবর ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: দড়িপাড়া, পো:অ: তুমিলিয়া
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

"..... তারা আর মরতে পারে না, কারণ তারা স্বর্গদূতদের মতো, মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছে বলে তারা ঈশ্বরের সন্তান। (লুক ২০:৩৬)"

মাসী,
দেখতে দেখতে ২২ টি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পিতার স্নেহাশ্রমে পরম দেশে চলে গেছ। তোমার শূন্যতা ও অভাব আমরা আজও অনুভব করি। জীবনে আমরা অনেক কিছুই অর্জন করেছি কিন্তু তুমি আজ আর আমাদের সাথে নেই। বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি তুমি পরম পিতার কাছে আছ এবং তুমি সবকিছুই দেখছ। তোমার স্নেহ, ভালবাসা ও আদর যা আমাদের পাথেয়। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন তোমাকে ধারণ করে এবং তোমার আদর্শকে লালন করে চলতে পারি এবং জীবন শেষে আমরা যেন তোমার সাথে পরম করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমার আত্মার চির শান্তি কামনায়–
তোমারই সন্তানেরা,
অমৃতা রোজারিও এবং শিল্পী রোজারিও
আশীষ রোজারিও এবং লাভলী রোজারিও
বাবু ফ্রান্সিস ও রিয়া রোজারিও
নাতনীরা: আরিয়ানা এবং অ্যাবিগেল রোজারিও
ফার্মগেট, ঢাকা।

বিজ্ঞ/২৯৬/২০২১

তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম

এডুয়ার্ড রোজারিও
জন্ম: ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ৯ মার্চ ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ
গ্রাম: ছাইতান, পো:অ: নাগরী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

"....আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন। যে কেউ আমাকে বিশ্বাস করে, সে মরবার পর জীবন ফিরে পাবে (যোহন ১১:২৫)।"

সময়ের আবর্তনে দেখতে দেখতে ২৪ টি বছর পার হয়ে গেল তুমি আমাদের ছেড়ে পিতার স্নেহাশ্রমে পরম দেশে চলে গেছ। তোমার শূন্যতা ও অভাব আমরা আজও অনুভব করি। বিশ্বাস ও প্রার্থনা করি তুমি পরম পিতার কাছে স্বর্গে আছ। স্বর্গ থেকে প্রার্থনা ও আশীর্বাদ কর যেন তোমার আদর্শকে লালন করে চলতে পারি এবং জীবন শেষে আমরা যেন তোমার সাথে পরম করুণাময় ঈশ্বরের রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তোমার আত্মার চির শান্তি কামনায়–

স্ত্রী	:	সুমতি রোজারিও
মেয়েরা	:	অমৃতা রোজারিও এবং শিল্পী রোজারিও
পুত্র-পুত্রবধু	:	আশীষ রোজারিও এবং লাভলী রোজারিও বাবু ফ্রান্সিস এবং রিয়া রোজারিও
নাতনীরা	:	আরিয়ানা এবং অ্যাবিগেল রোজারিও

ফার্মগেট, ঢাকা।

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ৪০
৩১ অক্টোবর - ৬ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৬ - কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

প্রত্যহ মৃত্যু ভাবনা শুদ্ধ করবে চিন্তা-চেতনা; কর্ম-সাধনা

মানব জীবনের অত্যন্ত মৌলিক প্রত্যয় হলো মৃত্যু। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে মৃত্যু নিয়ে ভাবতে পারে। তাইতো মৃত্যুকে ঘিরে গড়ে উঠেছে সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম এমনকি বিজ্ঞানও। রোগে-শোকে কিংবা বার্ধক্যজনিত কারণে প্রতিনিয়তই কেউ না কেউ স্বাভাবিকভাবে মারা যাচ্ছেন। আবার হত্যা, দুর্ঘটনা, আত্মহননেও অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে। করোনাকালে মৃত্যুর মিছিল বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করে চলেছে। তারপরও মানুষের মধ্যে মৃত্যু নিয়ে বা মৃত্যুর পরের জীবন নিয়ে যে গভীর ভাবনা এসেছে তা গ্যারান্টি দিয়ে কেউ বলতে পারবে না। যদিও মৃত্যু স্থান কাল ভেদে সকল মানুষকে ভাবায় এবং সত্যিকারার্থে পৃথিবীতে এমন মানুষ পাওয়া ভার, যারা মৃত্যু নিয়ে একবারও ভাবেননি।

সকল ধর্মেই মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিয়ে কথা বলে। মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিয়ে চিন্তা ও দর্শনে ভিন্নতা থাকলেও মৃত্যু সবার জন্যই- এ সত্য সকলেই স্বীকার করে নেয়। সকলকেই মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ পেতেই হবে এ ধ্রুব সত্য জানা সত্ত্বেও মৃত্যু ভাবনা আমাদেরকে ভীত-শঙ্কিত করে। মৃত্যুকে জীবন বাস্তবতায় গ্রহণ করতে আমাদের সকলেরই কষ্ট হয়। কেননা মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আমাদের প্রিয় ও আপনজনদের সাথে আমাদের আপাত বিচ্ছেদ ঘটে। সে বিচ্ছেদ দৃশ্যময়তার কিন্তু বিলীনতার নয়। কেননা যারা আমাদের প্রিয় ও ভালবাসার মানুষ তারা মারা গেলেও আমাদের কাছে বিলীন হয়ে যান না বরং আরো বেশি জাগ্রত হয়ে থাকেন। তাইতো সকল ধর্ম ও কৃষ্টির মানুষ নিজেদের প্রিয় মৃতজনদের কথা স্মরণ করার মধ্য দিয়ে মৃতদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসার প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। খ্রিস্টমণ্ডলীও মৃতদের বিশেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে নভেম্বর মাসটিকে পরলোকগত ভাইবোনদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করতে উৎসর্গ করেছেন। ২ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সারা পৃথিবীতে মৃতলোকদের স্মরণ দিবস পালন করা হয়।

মৃতদের স্মরণ দিবস পালন করার অর্থ হলো মৃতদের সাথে আমাদের একাত্মতা ঘোষণা করা। আমরাও একদিন মৃত্যুবরণ করব তা স্মরণে এনে ভাল ও পবিত্র জীবনযাপন করা। আমাদের মৃত প্রিয়জনেরা জীবনকালে অনেক ভাল কাজ করে সমাজকে আলোকিত করেছেন। নিজেরা সৎ, বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসীয় জীবন-যাপন করার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টকে অনেকের কাছে দৃশ্যমান করেছিলেন। তা করতে গিয়ে তারা সহ্য করেছেন দুঃখ-কষ্ট, অপমান এবং ত্যাগ করেছেন ভোগ-বিলাসিতা, হিংসা, অহংকার, পরশ্রীকাতরতা, পরচর্চা ও মিথ্যা সম্মান। এরূপ জীবন-যাপন করেছিলেন যাতে তারা মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন লাভ করতে পারেন। আমাদের মৃত পূর্বপুরুষেরা এই সত্যও প্রকাশ করেছেন যে, পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীর কোন ধন-সম্পদ, টাকা-কড়ি, মান-সম্মান, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, জায়গা-জমি, কোন কিছুই সঙ্গে যাবে না। সবকিছু ফেলে রেখে একদিন সবাইকে চলে যেতে হবে সুন্দর এই পৃথিবী ছেড়ে। সুতরাং মিথ্যা রেষারেষি, বিবাদ-বিচ্ছেদ, লোভ-লালসা, তোষামোদ ও ভণ্ডামিতে না জড়িয়ে সহজ-সরল, নির্লোভ জীবনযাপন করি। যাতে করে অনন্ত জীবন লাভের পথে কোন কিছু বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়।

খ্রিস্টেতে বিশ্বাস রেখে যারা ইতোমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন তারা স্বর্গে যাবেন- এ প্রত্যাশা রেখে আমরা অনবরত মৃতদের আত্মার কল্যাণে প্রার্থনা করে যাব। ১ নভেম্বর নিখিল সাধু-সাধ্বীদের পর্ব পালন করার মধ্যদিয়ে এ নিশ্চয়তা দান করা হচ্ছে আমাদের মৃত প্রিয়জনেরা যারা পবিত্র জীবনযাপন করেছেন তারা স্বর্গে গিয়ে সাধু-সাধ্বীদের সাথে মিলিত হবেন। আমরাও যেন জীবনকালে সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করে ভাল মৃত্যু পাই ও পরে স্বর্গীয় সাধু-সাধ্বীদের সঙ্গে ঈশ্বরের রাজ্যে থাকতে পারি। তারজন্য মানুষের উচিত, জীবনের প্রতিটি কাজেই মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করা। মৃত্যুর স্মরণই মানুষকে দুনিয়ার সব খারাপ ও অন্যায় কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে সক্ষম। প্রতিদিন নিজ পরিবার ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যারা মৃত তাদেরকে স্মরণ করি এবং নিজ মৃত্যুর কথা চিন্তা ও ধ্যান করি। প্রতিদিনের মৃত্যু ধ্যান আমাদেরকে পবিত্রতার সাধনায় শুদ্ধ হতে সহায়তা করবে।

ঈশ্বর আমাদের সকল মৃত আত্মীয়-স্বজনদের তাঁর স্বর্গসভায় স্থান দিন।

তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে ও সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাসা এবং প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাসা সমস্ত আহুতি ও বলিদানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।
- (মার্ক ১২:৩৩)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

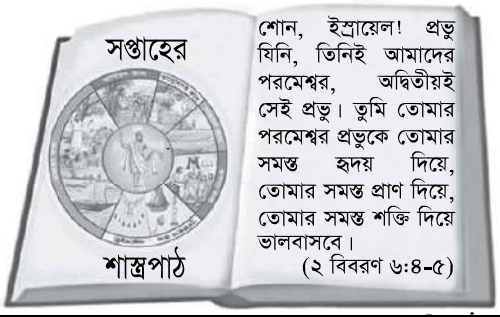

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ৩১ অক্টোবর - ৬ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

৩১ অক্টোবর, রবিবার
২ বিবরণ ৬:২-৬, সাম ১৮: ২-৩কখ-৪, ৪৭, ৫১কখ, হিব্রু ৭: ২৩-২৮, মার্ক ১২: ২৮-৩৪

১ নভেম্বর, সোমবার
নিখিল সাধু সাধ্বীদের মহাপর্ব
সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
প্রত্যাদেশ ৭:২-৪, ৯-১৪, সাম ২৪:১-৪খ, ৫-৬, ১ যোহন ৩: ১-৩, মথি ৫: ১-১২ক

২ নভেম্বর, মঙ্গলবার
পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস
পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণে খ্রিস্টযাগ,
প্রথম **খ্রিস্টযাগ:**
যোব ১৯: ১, ২৩-২৭, সাম ২৭: ১, ৪, ৭, ৮-৯, ১৩-১৪, রোমীয় ৫: ৫-১১, যোহন ৬: ৩৭-৪০
দ্বিতীয় খ্রিস্টযাগ:
ইসাইয়া ২৫: ৬, ৭-৯, সাম ২৫: ৪-৭, ২০-২১, রোমীয় ৮: ১৪-২৩, মথি ২৫: ৩১-৪৬
তৃতীয় খ্রীষ্টযাগ:
প্রজ্ঞা ৩: ১-৯, সাম ৪২: ১-২, ৫, প্রত্যাদেশ ২১: ১-৭, মথি ৫: ১-১২

৩ নভেম্বর, বুধবার
রোমীয় ১৩: ৮-১০, সাম ১১২: ১-২, ৪-৫, ৯, লুক ১৪: ২৫-৩৩

৪ বৃহস্পতিবার
সাধু চার্লস বরোমেও, বিশপ- এর স্মরণ দিবস
রোমীয় ১৪: ৭-১২, সাম ২৭: ১, ৪, ১৩-১৪, লুক ১৫: ১-১০
অথবা: সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসের বাণীবিতান:
শিষ্যচরিত ২০: ১৭-১৮ক, ২৮-৩২, ৩৬, সাম ১১০: ১-৪, যোহন ১০: ১১-১৬

৫ নভেম্বর, শুক্রবার
সাধু গুইডো মারীয়া কনফোরটি, বিশপ-এর স্মরণ দিবস
রোমীয় ১৫: ১৪-২১, সাম ৯৮: ১-৪, লুক ১৬: ১-৮

৬ নভেম্বর, শনিবার
মা মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
রোমীয় ১৬: ৩-৯, ১৬, ২২-২৭, সাম ১৪৫: ২-৫, ১০-১১, লুক ১৬: ৯-১৫

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

৩১ অক্টোবর, রবিবার
+ ১৯৫৯ সিস্টার থিয়োটাইম গিলবার্ট সিএসসি
+ ১৯৯৪ ফাদার আলেসান্দ্রো পেরিকো পিমে (দিনাজপুর)

১ নভেম্বর, সোমবার
+ ১৯৩১ সিস্টার এম. জার্লেথ, স্টেনটন সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৮২ ঈশ্বরের সেবক বিশপ ভিনসেন্ট জে. ম্যাকুলী সিএসসি (ঢাকা)

২ নভেম্বর, মঙ্গলবার
+ ১৯৬৮ ফাদার লুইজি মারতিনেলী পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৭২ ফাদার গাইতানো কোরীয়নী পিমে (দিনাজপুর)
+ ২০০১ মন্সিনিয়র টমাস কুইয়া (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৮ সিস্টার মেরী দত্তা এসএমআরএ (ঢাকা)

৩ নভেম্বর, বুধবার
+ ১৯৯৬ ফদার এডমন্ড গেডার্ট সিএসসি (ঢাকা)

৪ বৃহস্পতিবার
+ ২০২০ সিস্টার তেরেজা মার্ডি সিআইসি (দিনাজপুর)

৫ নভেম্বর, শুক্রবার
+ ১৯৭৪ ব্রাদার ফ্রেবিয়ান এফ. ল্যামেস্টার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৭৬ সিস্টার এম. ডাইওনিসিউস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮০ সিস্টার মেরী অমের বিশ্বাস আরএনডিএম (ঢাকা)

৬ নভেম্বর, শনিবার
+ ২০০১ সিস্টার এমেলিয়া থেরিয়া সিএসসি (চট্টগ্রাম)

জামিনদার বিষয়ক আলোচনা

ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের জনক ফাদার চার্লস জে ইয়াং সিএসসি। ক্রেডিট ইউনিয়নের জনকের স্বপ্ন ছিল নতুন সমাজ গড়া, সমাজ গড়বে নিজেরা, নিজেদের উন্নয়ন নিজেরা করবে। নিজেদের মধ্যে গড়ে উঠবে অংশগ্রহণকারী মনোভাব, উন্নয়নের চেতনা। ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে সদস্যদের পারস্পরিক বন্ধন ও অঙ্গীকারের সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর।

ঋণগ্রহীতা, ঋণদাতা, জামিনদার সকলে পাশাপাশি বসবাস করে থাকে। একে অন্যের নিকট সুপরিচিত। তার ফলশ্রুতিতে প্রতিটি ধর্মপল্লীতে ক্রেডিট ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। ধনী ও মহাজন শ্রেণির শোষণ, নির্যাতন থেকে রক্ষা পাওয়া ও চড়া সুদের হাত থেকে মুক্তি লাভের উদ্দেশে ক্রেডিট ইউনিয়নের জন্ম হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্রেডিট ইউনিয়ন নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে ঋণদান কার্যক্রম । মানুষ ঋণ নিয়ে নানাবিধ কার্যক্রম করে সফলতা লাভ করছে। এ ক্ষেত্রে যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে তাকে জামিনদারদের উপর নির্ভর করে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। জামিনদারগণ ঋণ গ্রহণকারী বা ঋণ গ্রহীতাকে বিশ্বাস করে জামিন দেন। কিন্তু ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে ঋণ গ্রহীতাগণ তাদের সেই commitment সঠিক ভাবে পালন করছে না। দুই/তিন কিস্তি পরিশোধ করে আর ঋণ ফেরত দিচ্ছে না। এরকম একটা ঘটনা আমার জীবনে ঘটে। আমার ঋণ দরকার। সব কাগজ-পত্র ঠিক করে অফিসে জমা দেওয়া হয়, অফিস সব কিছু দেখে বলে এক ঋণ গ্রহীতা তিন কিস্তি ঋণ পরিশোধ করে আর ঋণ ফেরত দিচ্ছেনা। তাই আমার ঋণ পেতে একটু সমস্যা হয়। আমি যাকে বিশ্বাস করে জামিন দিলাম সেই কিনা এখন আমাকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। তখন কি করা যায় ভাবতে ভাবতে কিছু চিন্তা মাথায় এসে গেল যা আমার একান্ত বিষয় তা উল্লেখ করছি। অনেকে হয়তো সাধুবাদ জানাবে আবার অনেকে হয়তো তিরস্কার জানাবে। আমার চিন্তাধারা বা মতগুলো তুলে ধরছি। কেউ যদি ঋণ নিতে চায়, তাহলে তাকে নিম্ন লিখিত কাগজপত্র অফিসে জমা দিতে হবে ঋণের পরিমান অনুসারে:

- FDR এর কাগজপত্র
- বাড়ীর/ জমির দলিল
- সোনা-দানা বন্ধক রেখে।

পল লিটন গমেজ
নতুন তুইতাল
তুইতাল ধর্মপল্লী

বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় নিখিল সাধু-সাধ্বীগণ আমাদের জীবনের আদর্শ

ফাদার সমীর ফ্রান্সিস রোজারিও

১ নভেম্বর নিখিল সাধু-সাধ্বীর পর্বদিবসটিতে স্মরণ করা হয় সেই অসংখ্য অগণিত খ্রিস্টভক্তের কথা, যাঁরা খ্রিস্টের রক্তসিঞ্চনে ঐশ পবিত্রতা লাভ করেছেন। তাঁরা সবাই আমাদের ভাই-বোন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের স্বর্গগত আত্মীয় পরিজন। তাঁরা জীবিত, ঈশ্বরের সামনে তাঁরা আমাদের মঙ্গল কামনায় নিত্যই প্রার্থনা জানিয়ে থাকেন। তাঁরা হচ্ছেন বিজয়ী মণ্ডলী। তাঁরা পাড় করে এসেছেন পৃথিবীর নানা দুঃখ-কষ্ট, যন্ত্রণা, এখন ঈশ্বরের সান্নিধ্যে সদা সুখে ও শান্তিতেই আছেন।

ভূমিকা: নিখিল সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসে আমরা আনন্দ করি কেননা তাঁদের উৎসবে দেবদূতেরা আনন্দে পুলকিত, মিলিত কণ্ঠে যিশুখ্রিস্টের স্তুতিগান করছে। স্বর্গে সংগ্রামী মণ্ডলী যেসমস্ত সাধু-সাধ্বীগণ যিশুখ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে গিয়ে ধর্মশহীদের মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্যদিকে যারা খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস রেখে খ্রিস্টীয় জীবন-যাপন করেছেন তাদের মধ্যে আমাদের পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনও রয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে বিশ্বাসের গুণে সবাই পরিত্রাণ লাভ করেছেন। সাধারণভাবে বলা যায় বিশ্বাস হচ্ছে কোন ব্যক্তির প্রতি বা কোন জিনিসের প্রতি নির্ভরতা বা আস্থা (confidence or trust)। বাংলা শব্দ "বিশ্বাস" এর ইংরেজি শব্দ **faith** যা গ্রীক শব্দ **πίστις (*pistis*)** অথবা **πιστεύω (*pisteuo*)** যার অর্থ হচ্ছে বিশ্বস্ততা, নির্ভরশীলতা ও আস্থা। বাইবেলে বর্ণিত ৩টি ঐশতাত্ত্বিক গুণ যথা বিশ্বাস, আশা ও প্রেম; এদের মধ্যে বিশ্বাস হচ্ছে অন্যতম। **সাধু আনসেলমো** বলেছেন, ঈশ্বরকে বুঝতে হলে প্রথমে দরকার বিশ্বাস। কাউকে বিশ্বাস করলে সেখানে প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। **খ্রিস্টীয় বিশ্বাস প্রভু যিশুর কাজ ও শিক্ষার উপর স্থাপিত। খ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে আমরা ঈশ্বরের করুণা ও ভালোবাসা লাভ করি। সেই সাথে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের বাধ্যতা ও আনুগত্য স্থাপন করি। ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতা ও আনুগত্য দেখিয়ে বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় সাধু-সাধ্বীগণ তাদের জীবন, কাজ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে আমাদের মাঝে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।**

বিশ্বাসের জন্য সাধু-সাধ্বীদের আত্মনিবেদন: বিশ্বাস হচ্ছে ভালোবাসার শক্তি। সেই ভালোবাসার শক্তির উপর ভরসা রেখে সাধু-সাধ্বীগণ আত্মনিবেদনের আদর্শ রেখে গেছেন। তাদের সুন্দর সুন্দর কাজের পাশাপাশি তাদের প্রাণ বিসর্জন দিয়েও তারা খ্রিস্টের প্রতি তাদের ভালোবাসা দেখিয়ে গেছেন। খ্রিস্ট বিশ্বাসের প্রথম সাক্ষী দিলেন পরিসেবক স্টিফেন যিনি দুঃখী-অসহায়দের সেবা করতেন। তার তীক্ষ্ণ ধর্মজ্ঞান দ্বারা তিনি খ্রিস্টধর্মের যুক্তি-তর্কে ইহুদীদের পরাভূত করেছিলেন বলে ঈর্ষান্বিত প্রতিবাদী ইহুদীরা তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করেছিলেন। প্রথম শতাব্দীতে সাধু পিতর ও পলের প্রচারের ফলে রোমে যখন খ্রিস্টবিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন শুরু হয় তখন অনেকে ধর্মশহীদ হন। তাদের মধ্যে পিতর ও পল ছিলেন অন্যতম। সম্রাট নিরোর অত্যাচারের মুখে তাদেরকেও ধর্মশহীদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। তবে মৃত্যুর পূর্বে সাধু পল বলে গেছেন, আমি খ্রিস্টের পক্ষে শুভ সংগ্রাম করেছি...খ্রিস্টের প্রতি আমার বিশ্বাস অটুট রেখেছি। নির্যাতনের যুগের ধর্ম-শহীদ খ্রিস্টভক্তদের মধ্যে স্মরণীয় ব্যক্তি হলেন আন্তিয়োক-এর বিশপ ইগ্নেসিয়াস। তিনি ছিলেন সিরিয়া দেশের নিবাসী ও সাধু জন-এর শিষ্য। ১০৭ খ্রিস্টাব্দের শাসকের নির্দেশানুসারে তিনি খ্রিস্টান ধর্মাধ্যক্ষ হওয়ায় মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং কুখ্যাত কলসিয়াম্-এর বীভৎস উন্মাদনার বলি করার জন্য তাঁকে রোমে প্রেরণ করা হলে হিংস্র সিংহের গহ্বরে তাকে নিক্ষেপ করা হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বলেন, আমার একান্ত আশা, হিংস্র জন্তুর দন্তদ্বারা চূর্ণ-বিচর্ণ হয়ে আমি খ্রিস্টের শ্বেত রুটিতে পরিণত হবো। সাধ্বী ফেলেসিতা তার দুই সন্তান নিয়ে একইভাবে মৃত্যু বরণ করেন। মণ্ডলীতে এশিয়ার সাধু-সাধ্বীদের মধ্যে পল মিকি নামের একজন জেজুইট শিক্ষার্থীর সাক্ষ্যদান, যিনি জাপানে তার অভিষেকের ঠিক আগে যে ক্রুশে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল সেই ক্রুশ থেকে বলেছিলেন: আমি জন্মসূত্রে একজন জাপানী এবং যিশু সংঘের একজন ভাই। আমি কোন অপরাধ করিনি, আর শুধু যে একমাত্র কারণে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে তা হলো, আমি আমাদের প্রভু যিশু-খ্রিস্টের তত্ত্ব শিক্ষা দিয়ে আসছি। এমন একটি কারণের জন্য মরতে যাচ্ছি বলে আমি খুব খুশি। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে একজন কোরীয়ান খ্রিস্টভক্ত জল্লাদকে বলেছিলেন, আপনি রাজার আদেশ পালন করুন, আর আমি ঈশ্বরের আদেশ মান্য করি। সাধু এন্ড্রু কিম মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন, "মনে রাখবেন যে, আমাদের প্রভু যিশু এই জগতে এসেছেন, ভীষণ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছেন এবং দুঃখ কষ্টের মধ্যদিয়ে তার মণ্ডলীকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর আমিও মণ্ডলীর প্রতিষ্ঠার জন্য মরতে ভয় পাই না।

ভক্তি সাধনা: প্রটেষ্টান্ট মতবাদের গতিরোধের জন্য ঈশ্বর যে সকল বিশিষ্ট মণীষীকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তাদের মধ্যে সাধু ফ্রান্সিস উল্লেখযোগ্য। ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সিস বিশপ পদে উন্নীত হন। তিনি সাবলীল ভাষায় ও হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধাদির মাধ্যমে জটিল ধর্মীয় তত্ত্ব জনসাধারণকে বুঝাতেন। তিনি ছিলেন ধর্মাচার্য এবং স্নেহ ও ভদ্রতার প্রতীক। পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য কাউকে তিরষ্কার করতে হলে, তিনি তা মার্জিত ও সংযমভাবে করতেন, ফলে সকলেই তাঁর অভিমত সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করতো। তিনি ভক্তি সাধনা বিষয়ে মানুষকে শিক্ষা দিতেন।

যুব ও দরিদ্রদের ভালোবাসা: সাধু ফিলিপ নেরী কিশোরদের খুব ভালোবাসেন। তাদের সঙ্গে তিনি খেলাধুলা, গান-বাজনা প্রভৃতিতে যোগ দিতেন। তিনি তাদের সঙ্গে মিশতেন যাতে তার উপদেশ ও আদর্শ দ্বারা তাদের নৈতিক চরিত্র গঠিত হয়। সহিষ্ণুতার সঙ্গে তাদের আদর-আব্দার সহ্য করতেন। তিনি অরাটরী (প্রার্থনা ও ক্রীড়াকেন্দ্র) নামে একটি সংঘ স্থাপন করেন। ফ্রান্সিস দ্যা সালের সময়কালে আর একজন ফরাসী সাধুর আবির্ভাব হয়। তিনিও ছিলেন মানবজাতির পরম হিতাকাঙ্ক্ষী। তার নাম পলের সাধু ভিনসেন্ট। ভিনসেন্ট অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফ্রান্সে গরীবদের দুঃখ নিবারণ করতেন। তার মন ও হৃদয় ছিল আকাশের মতো উদার ও করুণারসে সিক্ত। কারো দুঃখ দেখলে তিনি স্থির থাকতে পারতেন না। ফ্রান্সের রাণী মার্গারেটের আদেশে তিনি 'ভিন্সেনসিয়ান' নামে একটি ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। সংঘটি পুরোহিত ও উৎসাহী খ্রিস্টভক্তদের নিয়ে গঠিত যার উদ্দেশ্য হলো পল্লীবাসীদের দুঃখ-কষ্ট ও শিক্ষার অভাব দূর করে তাদের উন্নতি সাধন করা। অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের আর্থিক আনুকূল্যের ভিত্তিতে গরীব দুঃখীদের উন্নয়নকল্পে সংঘটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকে। অন্যদিকে সাধু ডন বস্কো ছিলেন যুব প্রেমিক।

আদর্শ পুরোহিত: খ্রিস্টমণ্ডলীর এক বিপর্যয়ের যুগে একজন আদর্শ পুরোহিতের নাম উল্লেখযোগ্য। তার নাম সাধু জন মেরী ভিয়ান্নী। তিনি অতি নগন্য পল্লী আর্সে পালক পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি অসুস্থ, মূর্খ, দরিদ্র, অনাচারী পল্লীবাসীদের আত্মিক উন্নতির জন্য সহজ-সরল উপদেশ দিতেন;

প্রায়শ্চিত্ত ও আত্মপীড়ন করতেন। দরিদ্র অনাথ বালকাদের জন্য তিনি একটি আশ্রম এবং পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সংস্কারকে আরাধনা করার জন্য একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তার কাছে পাপস্বীকার করার জন্য এবং উপদেশ শোনার জন্য বহুদূর থেকে গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তি, কার্ডিনাল, বিশপ ও পুরোহিতগণ আসতেন। ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী যুগের আকাশে শোভিত নক্ষত্রসদৃশ সাধু-সাধ্বীগণের মধ্যে একটি দীপ্তিমান নক্ষত্র ছিলেন ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা। যিনি ক্ষুদ্র কাজের মধ্য দিয়ে মহৎ হয়েছেন। ২৬৫ তম পোপ দ্বিতীয় জন পল ছিলেন বিশ্বশান্তির দূত এবং জগতের বিবেক। ২২ অক্টোবর ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে পোপ পদে অভিষিক্ত হয়ে তিনি অত্যাচারিত মানুষের মানবিক ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের জন্য কাজ করে যান। অসাধারণ ঐশকৃপা ও দিব্য দর্শন লাভ করে আভিলার সাধ্বী তেরেজা কার্মেল সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন।

বাণী প্রচারের মাধ্যম: সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার যাকে পূর্বাঞ্চলের বাণীদূত বলা হয় স্পেনের অভিজাত এক পরিবারে ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। উচ্চ শিক্ষিত ফ্রান্সিস জেভিয়ার যিশু সংঘ প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন, যিনি পোপের কাছে থেকে অনুমতি লাভ করেছিলেন ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে। ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে তিনি দক্ষিণ ভারতের গোয়া, মালাবার ত্রিবাঙ্কুরসহ এশিয়ায় মোট ১০ বছর বাণী প্রচার করে ১০,০০০ হাজারের বেশি মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন। মহা-চীনে প্রবেশের মুহূর্তে তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে 'সানচান', দ্বীপের কাছে মৃত্যুবরণ করেন। মহান এই পরিব্রাজক পায়ে হেঁটে "বাণী প্রচার করেছেন দীন-দরিদ্র ও নীচু শ্রেণীর মানুষের কাছে। যিশুপ্রেমী এই মহান বাণী প্রচারক ভারত, শ্রীলংকা, জাপান-ইন্দোনেশিয়ায় বাণী প্রচার করার মাধ্যমে খ্রিস্টকে পুনরায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এশিয়া মহাদেশে। তার সাদা-মাটা জীবনযাত্রা, কঠোর পরিশ্রম, আধ্যাত্মিকতা ও জনদরদী ব্যবহারের কারণে সকলেই তাকে 'ধার্মিক ফাদার' বলে অভিহিত করে। তিনি ভারতের যাজনক্ষেত্রে আগত পর্তুগীজ ও সিরীয়-মালাবার খ্রিস্টানদের নিকট প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন। কুলীন ও উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রেমবাণীর বীজ বপন করার মহান দায়িত্ব পালন করে ভারতে পদার্পণ করেন ইতালীর রাজ-বংশের একজন খ্রিস্টপ্রেমিক পুরোহিত ফাদার রবার্ট দে নবিলি। তিনি প্রচারকার্যে সফলতার জন্য বিভিন্ন ভাষা শিখেন। তার অতুলনীয় ধর্ম-জ্ঞান ও সততা দেখে তার নিকট অনেকেই দীক্ষা গ্রহণ করতে চেয়েছিল। সাধক ফ্রান্সিস ও ফাদার দে নবিলির পর আর একজন যশস্বী মিশনারী ভারতে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে আসেন। তার নাম জন দে ব্রিত্ত। তিনি ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিসবনে জন্মগ্রহণ করেন। তার প্রচারের ফলে অনেকে খ্রিস্টধর্মে গ্রহণ করেন।

সেবা কাজের মাধ্যমে: সৃষ্টিকর্তা আমাদের সুন্দর চোখ দিয়েছেন পৃথিবীর সুন্দর যা কিছু তা দেখার জন্য, কান দিয়েছেন ভাল কিছু শুনার জন্য, হাত দিয়েছেন ভাল কিছু করার জন্য, পা দিয়েছেন ভাল জায়গায় যাওয়ার জন্য, মন দিয়েছেন অনুভূতি বুঝার জন্য এবং হৃদয় দিয়েছেন ভালবাসার জন্য। আর হৃদয়ের ভালবাসা উজাড় করে মাদার তেরেজা দীন-দরিদ্র মানুষকে ভালবেসেছেন। ভালবাসার ধর্ম হচ্ছে কাউকে কারণে-অকারণে ভালবাসা, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে ভালবাসা, সকালে-বিকালে ভালবাসা, নিজের আমিত্ব ও ভাললাগাকে অস্বীকার করে ভালবাসা। মাদার তেরেজা এই ব্রতে দীক্ষিত হয়ে অসহায় মানুষদের সেবা করেছেন। তার কথায়, "আমরা সৃষ্টিকর্তার ভালবাসা চাই অথচ আমরা কাউকে ভালবাসবোনা এটা হতে পারেনা। কারণ সৃষ্টিকর্তা যেমন আমাদের ভালবাসেন তেমনি তিনি চান আমরা যেন আমাদের ভালবাসা তালা দিয়ে বন্ধ করে না রাখি বরং অন্যকে দেই। আর সৃষ্টিকর্তার কাছ যাবার একটা পথ আছে আর সেটি হচ্ছে সকলকে ভালবাসা। এই ভালবাসা কোন জাত মানেনা। কারণ গরিব মানুষ শুধু ভাত চায় না, তারা চায় আপনার ভালবাসাও। যারা উলঙ্গ, তারা শুধু কাপড় নয় চায় মনুষ্যত্বের মর্যাদা।"

সৃষ্টিকর্তা সকল ভালোবাসার উৎস যা তিনি যিশুর মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। "আমি যেমন তোমাদের ভালোবেসেছি তেমনি তোমরাও পরস্পরকে ভালোবাসবে, তোমাদের মধ্যে যদি ভালোবাসা থাকে তাতেই তো সকলে বুঝবে তোমরা আমার শিষ্য (যোহন ১৩:৩৪-৩৫)। তাই বলা যায় যে, Love is given by God in our heart not to keep it insight the heart because love is not love until we share it with other. তাই মাদার তেরেজা বলেন, "অচল টাকা যেমন বাজারে কোন দোকানদারই নিতে চাননা, ঠিক তেমনি আমাদের হৃদয়ে যদি ভালবাসা থাকে অথচ অন্যদের সেই ভালবাসা না দিই তবে তা অচল টাকারই শামিল। বলা যায় যে, যিশু আমাদের মুক্তির জন্য তার সর্বশ্রেষ্ঠ ভালবাসা দিয়ে গেছেন তার আপন জীবন দিয়ে। তাই আমাদের উচিত সেই যিশুর ভালবাসায় বসবাস করা এবং অন্যদের সাথে সহভাগিতা করা যে আদর্শ মাদার তেরেজা রেখে গেছেন।

উপসংহার: পরিশেষে বলা যায় যে, **নিখিল সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসে ঈশ্বর আমাদের সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছেন, মৃত্যুর মধ্যদিয়ে আমরা যেন নিখিল সাধু-সাধ্বীদের দলে যোগ দিতে পারি। ঈশ্বর আমাদের সাধু বা সাধ্বী হওয়ার জন্য এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। তাই আমরা যদি খ্রিস্টের পদাঙ্ক অনুসরণ করি এবং তার শিক্ষা অনুসারে সত্য, সুন্দর, প্রেম, সেবা ও ক্ষমার পথে জীবন যাপন করি তাহলে একদিন স্বর্গধামে নিখিল সাধু-সাধ্বীদের সাথে ঈশ্বরের শ্রীমুখ দেখতে পারবো এবং স্বর্গ সুখ লাভ করতে পারবো।**

সহায়ক গ্রন্থসমূহ:

১। NETIKAT, Antony: *Saints for everyday*. Bangalore, Asian Trading proportion, n.d.

২। VAZ, Vincent: *Lives of Saints*. Mumbai, Pauline publications, 2010.

৩। The Catholic Encyclopedia for schools and home, (1965)., v.5, s.v. 'Ignatius Loyola, St.', by Robert E. Mc Nally, S.J.

৪। New Catholic Encyclopedia, 2nd ed. V.7, s.v. 'Ignatius Loyola, St.', by C. De Dalmases.

৫। সি.জন, এস. জে.: "সাধু ইগ্নাসের অধ্যাত্ম সাধনা", *নবজ্যোতি*, ২০১০, পৃ: ১৯-২০॥

২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা

ঢাকাস্থ পাদ্রিশিবপুর খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর সকল সদস্য - সদস্যাদের জ্ঞাতার্থে অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, সমিতি ২৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছর) আয়োজন করতে যাচ্ছে।

তারিখ : ২৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ : শুক্রবার
সময় : সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।
স্থান : চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

সকল সঞ্চয়ী ও ক্রেডিট সদস্যগণকে বার্ষিক সাধারণ সভায় যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বিজ্ঞপ্তিটি ইতিমধ্যে সমিতির নোটিশ বোর্ড ও ফেসবুক পেইজে প্রকাশ করা হয়েছে।

ধন্যবাদান্তে,

পিটার ক্লিনটন গোমেজ
সেক্রেটারি
ডি.পি.সি.সি.সি.ইউ.লিঃ

বিজ্ঞ/৩০২/২১

মৃত্যু: অনন্ত জীবনে প্রবেশদ্বার

ফাদার যোহন মিন্টু রায়

প্রারম্ভিক কথা

নিখিল সাধু-সাধ্বীগণের পর্বদিবস-এর ঠিক পরের দিন ঐতিহ্যগতভাবে খ্রিস্টমণ্ডলীতে পালন করা হয়ে থাকে 'সকল পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস'। এ দুটি পর্বদিবস পরস্পরের সাথে যুক্ত এবং আমাদের খ্রিস্টীয় জীবনে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। নিখিল সাধু-সাধ্বীদের পর্বদিবসে আমাদের সকলেরই প্রতি মাতামণ্ডলীর আহ্বান: "তোমরা সকলে সাধু-সাধ্বী হও।" সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে স্বর্গ হতে এই মর্তে পাঠিয়েছেন যেন সংসারের সকল খেলা সাঙ্গ করে একদিন স্বর্গে তাঁর সাথে মিলিত হতে ও অনন্তকাল বসবাস করতে পারি। খ্রিস্টভক্ত হিসাবে আমরা পৃথিবীতে তীর্থযাত্রী; আমরা ক্ষণস্থায়ী নাগরিক; কিন্তু স্বর্গের নাগরিক চিরকালের জন্য। অন্যদিকে পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস হলো: পবিত্র দিন- পরলোকগত প্রিয়জনদের জন্য প্রার্থনার দিন, প্রিয়জনদের স্মৃতিচারণের দিন, নিজের জীবন ও মৃত্যুর বিষয়ে চিন্তা ও অনুধ্যান করার দিন। পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবসে আমরা বিশেষভাবে স্মরণ করি তাদের, যারা এখনও স্বর্গে যেতে পারেনি, শোধনাগারে বা মধ্যস্থানে আছে। আমরা বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে তাদের জন্য এবং মৃত সকল আত্মীয়স্বজনদের জন্য প্রার্থনা করে থাকি।

১. ২ নভেম্বর: স্মৃতির আয়নায় প্রিয়জনের মুখ

শরতের শ্বেত-শুভ্র আকাশ, সাদা কাশফুলের দোল খাওয়া আর প্রথম শিশির সবুজ ঘাসের ডগায় যখন সৌন্দর্যের হিল্লোল তোলে তখনই শত সুখ-শোক আর দুঃখ-স্মৃতির পশরা নিয়ে যেন হাজির হয় ২ নভেম্বর। শিউলী ফুলেরা যখন ফুটতে শুরু করে তখন আমাদের হৃদয়-আকাশেও যেন ফুটে ওঠে প্রিয়জনের কত শত কথা, কত সুখ-স্মৃতি! প্রতি বছর আসে ২ নভেম্বর দোলা দিয়ে যায় আমাদের হৃদয় আকাশে। আমরা বারবার যাই, ছুটে যাই কবরস্থানে, মাটির বিছানায় যেথায় শুয়ে আছে আমাদের প্রিয়জনেরা। আমরা ২ নভেম্বরের পূর্বেই কবরস্থান পরিষ্কার করি, প্রিয়জনদের কবরে মোমবাতি জ্বালাই, ফুল দিই আর আমাদের স্মৃতিপট, আমাদের হৃদয়ের আয়নায় বার বার ভেসে ওঠে-প্রিয় মানুষের প্রিয় প্রিয় মুখগুলো; নিজের অজান্তেই ভিজে যায় চোখর পাতা, গড়িয়ে পড়ে তপ্ত অশ্রুজল। তাই চোখের জলে, হৃদয়ের গভীর আবেগে-প্রার্থনায় আমরা স্মরণ করি আমাদের পরলোকগত পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-বন্ধুজনদের। যতবার আমরা প্রিয়জনদের সমাধিতে আসি, ফুল দিই, মোমবাতি জ্বালাই আর প্রার্থনা করি, ততবার যেন তাদের ভালবাসার স্পর্শ পাই। তারা মরেও যেন অমর, আজও বেঁচে আছে আমাদের রক্তধারায়, আমাদের চিন্তা-চেতনায়, আমাদের জীবনের প্রতিদিনে প্রতিক্ষণে। এই কবরস্থান আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়-"মানুষের শেষ ঠিকানা সে তো মাটির বিছানা, মানুষের জীবন সেতো ক্ষণস্থায়ী।"

২. জন্ম-মৃত্যু

আমার একটি কবিতার কয়েকটি চরণ: "জন্মের প'রে মৃত্যুর রেখা / জীবনের ত'রে হয়ে যায় লেখা / কিন্তু কবে কার মৃত্যু হবে / কালকে তুমি কোথায় র'বে?/ কেউ বোঝে না কেউ জানেনা. . ." জন্ম মৃত্যু যেন মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। জন্মিলে এ ভবে, অবশ্যই মরিতে হবে। তবে চমকপ্রদ তথ্য হলো- এই আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতির ফলে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ বলে দিতে পারেন- গর্ভের সন্তান ছেলে বা মেয়ে হবে, কবে বা কখন তার জন্ম হবে! কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, কখন, কবে, কোথায়, কার মৃত্যু হবে কেউ বলতে পারবে না। তাইতো মৃত্যু রহস্যময়, মৃত্যুকে সকলে ভয় পায়। কিন্তু খ্রিস্টভক্ত হিসাবে আমরা বিশ্বাস করি সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে, যার হাতে জন্ম-মৃত্যু। ঈশ্বরের হাতেই আমাদের জীবন। তিনিই আমাদের জীবনের মালিক। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে- ১০ বা ২০ বা ৫০ টাকার নোটে লেখা থাকে "চাহিবা মাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে।" কারণ টাকার মালিক হলেন যার হাতে আছে সে অথবা যে প্রাপক সে। আর আমাদের জীবনের মালিক হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তাইতো আমরা গান করে থাকি- "কখন প্রভুর ডাক আসে ভাই, কে জানে/ ওরে মন, তুই জেগে থাক তাঁর ধ্যানে"- আমাদের দায়িত্ব হলো: ঈশ্বরের চরণে আত্ম-সমর্পণ করা এবং প্রার্থনায় জেগে থাকা যেন এই জন্ম-এই জীবন সার্থক হয় আর মৃত্যুকে ভয় না পাই বরং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকি।

৩. মৃত্যু: ঈশ্বরের চরণে আত্মনিবেদন

এই ধূলির ধরায় মানব জীবনে যেমন আছে সুখ, শান্তি ও সাফল্য; তেমনি আছে ব্যর্থতা, হতাশা ও দুঃখ-বেদনা। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নানাবিধ দুঃখ-কষ্ট, অসুস্থতা ও চ্যালেঞ্জের মধ্যদিয়ে প্রত্যেক মানুষকে পথ চলতে হয় । তবে ঈশ্বর বিশ্বাসী মানুষ সুখ-শান্তির সময়ে যেমন, দুঃখ-বেদনার সময়েও তেমনি সর্বদাই স্মরণ করে ও উপলব্ধি করে সৃষ্টিকর্তা দয়াময় পিতা ঈশ্বরের উপস্থিতি। জীবন যেমন সত্য; মৃত্যুও তেমনি অমোছনীয়। এই অমোছনীয়, চিরন্তন সত্য যখন আমাদের জীবনে আসে এবং আমরা মৃত্যুবরণ করি; তখন আর এক 'জীবন-যাত্রা' শুরু হয়, তা হল স্বর্গযাত্রা, স্বর্গপানে যাত্রা। আমরা বিশ্বাস করি যে, মৃত্যুর পর সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের আশায় অতৃপ্ত আত্মা ছুটে চলে অনন্তধামের দিকে, যেখানে ভালবাসাময় ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শনে সুখে-তৃপ্ত হবে, ধন্য ও পুণ্য হবে এ জীবন, এ আত্মা। অনেকেই চিন্তা ও বিশ্বাস করেন যে, মৃত্যুতে অবসান ঘটে, শেষ হয় এই পৃথিবীর পাপ-পঙ্কিল পথের যাত্রা, শেষ হয় দুঃখ-কষ্ট-বেদনা-অসুস্থতা। তাই প্রজ্ঞা পুস্তকের লেখক যেন যথার্থই বর্ণনা করছেন: "ধার্মিকদের আত্মা ভগবানেরই হাতে, কোন যন্ত্রণাই তাদের স্পর্শ করবে না কখনো *(প্রজ্ঞা ৩:১)*।" সেই যন্ত্রণাহীন চির সুখ ও শান্তির রাজ্যের জন্যেই আমরা যেন প্রার্থনা ও প্রতীক্ষায় জেগে থাকি প্রতিদিন।

৪. মৃত্যু: অনন্ত জীবনে প্রবেশদ্বার

জীবন ও মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে খ্রিস্টভক্ত হিসাবে আমাদের হৃদয়ে সবচেয়ে বড় শক্তি ও আশা যে, ঈশ্বরপুত্র, আমাদের প্রভু যিশু খ্রিস্ট নিজেও মৃত্যুবরণ করেছিলেন; তবে তিন দিন পর পুনরুত্থান করে তিনি আমাদের নতুন জীবনের পথ দেখিয়েছেন। মাতামণ্ডলী গভীর বিশ্বাস ও আশা নিয়ে ঘোষণা করেন যে, খ্রিস্টভক্ত হিসাবে মৃত্যুই আমাদের জীবনের শেষ নয়; বরং মৃত্যু অনন্ত জীবনের প্রবেশদ্বার মাত্র। এই পৃথিবীর জীবন ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু মৃত্যুর পর রয়েছে সম্ভাবনা ও সুখময় অনন্ত জীবন। তবে এ অনন্ত জীবন লাভের জন্য আমাদের প্রয়োজন সৎকর্ম, সৎজীবনযাপন। তাই আমাদের রয়েছে যেমন স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের সম্ভবনা; তেমনি পাপের অবস্থায় মৃত্যু হলে রয়েছে মধ্যস্থান বা চিরশাস্তির রাজ্য নরকে যাবার ভয়। মৃত্যুর পর আমাদের সামনে তিনটি সম্ভবনা: স্বর্গ, মধ্যস্থান অথবা নরক।

(ক) স্বর্গ-ভাবনা : আমাদের বিশ্বাসমতে 'স্বর্গ' হলো ঈশ্বরের আবাসস্থল যেখানে স্বর্গবাসী ভক্ত বা সাধু-সাধ্বীগণ সর্বদাই পরম প্রেমময় ঈশ্বরের শ্রীমুখ দর্শন করতে এবং চির সুখ-শান্তিতে বসবাস করতে পারেন। স্বর্গের আশায় আমরা জীবন যাপন করি। কবির ভাষায়: কোথায় স্বর্গ, কোথায় নরক, কে বলে তা বহু দূর / মানুষের মাঝেই স্বর্গ-নরক/ মানুষেতে শূর-অসূর। এই ধুলির ধরায় আমরা স্বর্গ রচনা করতে পারি যদি আমরা-যিশুর আলোর পথ অনুসরণ করি, পরস্পরকে ক্ষমা করি ও ভালবাসার সমাজ গড়ি।

(খ) মধ্যস্থান: আমরা সকল খ্রিস্টভক্তগণ বিশ্বাস করি: মৃত্যু, বিচার, স্বর্গ ও নরক। কিন্তু স্বর্গ ও নরকের মাঝামাঝি আর একটি স্তর হলো Purgatory বা মধ্যস্থান। এটিকে সংশোধনাগারও বলা যায়। ছোট পাপের অবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করলে সাময়িক শাস্তিভোগের জন্য তার স্থান হয় Purgatory-তে বা মধ্যস্থানে। তারপর পূর্ণ শুদ্ধিলাভের পর আত্মা Purgatory থেকে স্বর্গে প্রবেশ করে। এ স্তরে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হয় প্রার্থনার। আমাদের প্রার্থনায় অনেক আত্মা Purgatory বা মধ্যস্থান থেকে স্বর্গে যেতে পারে।

(গ) নরক-অনন্ত আগুন ও শাস্তি: সবচয়ে বড় শাস্তির জায়গা হল নরক- যার আগুন কখনও নিভেনা। নরকে শাস্তি ও যন্ত্রণা চিরকালীন। এই চিরকালীন যন্ত্রণায় আমরা কেউ যেতে চাই না। আজ আমরা সকল পরলোকগত প্রিয়জনদের

জন্য প্রার্থনা করবো, তবে নিজেদের জন্য চিন্তা করি যে, আমরা কোন পথে চলবো- স্বর্গের পথে, অথবা নরকের পথে? আমরা অবশ্যই চাইবো স্বর্গের পথে চলতে। স্বর্গের পথ কষ্টের পথ, ত্যাগস্বীকারের পথ, ক্ষমা ও ভালবাসার পথ।

৫. খাঁচার ভেতর অচিন পাখি

বাঙালি এবং বৃহৎ অর্থে বাংলাদেশী কমবেশী সকলেই বাউল সম্রাট লালন সাইজীর গান পছন্দ করি। তারই একটি জনপ্রিয় গান- "খাঁচার ভেতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়. . . ।" এই খাঁচা হলো আমাদের দেহ, আর পাখি হলো আমাদের আত্মা। "কোন দিন খাঁচা পড়বে খসে-ফকির লালন কেঁদে কয়"- খাঁচা ছেড়ে পাখি যখন উড়ে যায় বা চলে যায় তখন শূন্য খাঁচা বা নিথর দেহ, মর দেহ পড়ে থাকে। কিন্তু হাস্যকর হলেও, দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা আমাদের সংসার জীবনে পৃথিবীর পথে চলতে গিয়ে সারা জীবন দিন-রাত, মাস, বছর বেশীর ভাগ সময় ব্যয় করি খাঁচা বা নশ্বর দেহ নিয়ে। খাবার-ঘুমের-বিশ্রামের-কাজের-চিত্তবিনোদনের সময় আমাদের ঠিকই হয়; কিন্তু প্রার্থনার-ধ্যানের-ঐশবাণী পাঠের-গির্জায়-খ্রিস্টযাগে যাবার, সেবাকাজ বা ভালো কাজ করার সময় আমাদের হয়ে ওঠে না; কেননা আমরা ব্যস্ত, ব্যস্ত অনেক কিছু নিয়ে... পাখির (আত্মার) যত্ন করার সময় আমাদের হয়ে ওঠে না ...। তাই ২ নভেম্বর আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় আমরা সংসার কাজে যতই ব্যস্ত থাকি না কেন আমরা যেন পাখি অর্থাৎ আত্মার যত্ন নিতে চেষ্টা করি; আমরা যেন শুধু খাঁচা নিয়ে পড়ে না থাকি; বরং স্বর্গ পথের যাত্রী হতে পারি।

৬. আমাদের জীবনে যিশুর উপস্থিতি

যোহন রচিত মঙ্গলসমাচারে বর্ণিত লাজারের পুনর্জীবন লাভের আশ্চর্য ঘটনায় *(যোহন ১১:১৭-২৭)* আমরা দেখি, লাজারের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশী সকলেই জানতো- যিশু ও লাজার ঘনিষ্ট বন্ধু। তারা নিশ্চয় যিশুর নানা অলৌকিক কাজের কথাও শুনেছিল। তাইতো তারা বলেছিল: "উনি তো অন্ধ লোকটির চোখ খুলে দিয়েছিলেন; লাজারকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য উনি কি কিছু করতে পারতেন না?" আর প্রভুকে দেখে দুঃখ-আবেগে চোখের জলে মার্থা বলেছিল: "প্রভু, আপনি যদি এখানে থাকতেন, তাহলে আমার ভাই মারা যেত না *(যোহন ১১:২১)*।" মার্থার কথা আমাদের জীবনেও চিরন্তন সত্য- যিশুর উপস্থিতিই আমাদের সুস্থতা ও নবজীবন। আমাদের জীবনে যখন যিশু উপস্থিত থাকেন; অন্য অর্থে- আমরা যখন আমাদের জীবনে যিশুর ভালবাসা ও উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি তখন কোন দুঃখ-বিপদ-ভয় এবং মৃত্যু থাকে না। আর যিশুর অনুপস্থিতিই হলো আমাদের জীবনে-ভয়, অন্ধকার ও মৃত্যু। তাই আসুন, আমরা প্রভু যিশুকে আমাদের জীবনে-আমাদের পরিবারে আহ্বান করি, ডাকি, প্রার্থনা করি যেন আমাদের জীবন হয় ভালবাসা ও শান্তিময়।

৭. যিশুই পুনরুত্থান ও জীবন

এতো নাটকীয় ঘটনা ও কথোপকথনের পর পরিশেষে চার দিন আগে মৃত লাজারকে প্রভু যিশু পুনরুজ্জীবিত করে তুলেছেন। তাইতো তার কথা: "আমিই পুনরুত্থান, আমিই জীবন *(যোহন ১১:২৫)*।" সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং জীবিত-মৃত আমদের সকলকেই তিনি এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: "কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিতই থাকবে; আর জীবিত যে-কেউ আমার উপর বিশ্বাস রাখে, তার মৃত্যু হতেই পারে না -কোন কালেই না *(যোহন ১১:২৫-২৬)*।" তাই আসুন, মার্থার সাথে আজ ও প্রতিদিন এই বিশ্বাস স্বীকর করে বলি: "হ্যাঁ, প্রভু, আমি বিশ্বাস করি যে, আপনিই সেই খ্রিস্ট, সেই ঈশ্বর-পুত্র, এই জগতে যার আসবার কথা ছিল।" বিশেষভাবে আমাদের দুঃখ-বিপদ, অসুস্থতা, সমস্যা, স্বজন-বিয়োগ যে কোন অবস্থাতে অনুভব করি-পুনরুত্থিত প্রভু যিশুখ্রিস্ট আমার ও আমাদের সঙ্গেই আছেন ও পথ চলছেন। আসুন, তাঁর আলোতে পথ চলি পুনরুত্থানের আশায়-স্বর্গপানে।

৮. সত্যিকার বাড়ী/বাসস্থান

শিষ্যদের কাছে প্রভু যিশু বলেছিলেন: "আমি তোমাদের জন্য একটি জায়গা প্রস্তুত করতে যাচ্ছি।" এই জায়গা হল- পিতার রাজ্য, শাশ্বত রাজ্য, এই বাড়ী হল-স্বর্গধাম। খ্রিস্টান হিসাবে আমাদের জন্য এ জগৎ হলো দু'দিনের সরাইখানা, তীর্থস্থান। তীর্থযাত্রীরা যেমন কয়েকদিনের তীর্থ শেষে ফিরে যায় নিজ নিজ বাড়ীতে; তেমনি এ জগতে ক্ষণিকের তীর্থযাত্রী আমরা। কেননা, সাধু পল একই সুরে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "আমরা বাঁচি বা মরি, আমরা প্রভুরই *(রোমীয় ১৪:৭-৯)* এবং তিনি আরও বলেন: "একজন খ্রিস্টভক্তের প্রকৃত বাড়ী হল- স্বর্গরাজ্য।" তাই আমাদের সকলেরই প্রতি আহ্বান যেন আমরা পৃথিবী থেকে স্বর্গের পথে যাবার জন্য পুণ্য সঞ্চয় করি-প্রার্থনায়, সৎ জীবন-যাপনে, ভালবাসা ও দয়ার কাজের মধ্যদিয়ে।

সমাপ্তি কথা

একবার পোপ ফ্রান্সিস সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন- যারা নাস্তিক, যারা মুখে বলে "ঈশ্বর নেই" কিন্তু ভাল কাজ করে, সেবা কাজ করে, মানুষকে ভালবাসে, তারাও স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে।" আর মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে *(মথি ২৫:৩১-৪৬)* পরিষ্কার ভাষায় প্রভু যিশু স্বর্গে যাবার সহজ-সরল পথ বলে দিয়েছেন। বলা হয়েছে- শেষ বিচারে স্বয়ং প্রভু যিশু বিচার আসনে বসবেন তার আপন সিংহাসনে। তখন অন্তিম বিচার হবে ভ্রাতৃপ্রেমেরই মানদণ্ডে। তিনি সবাইকে ছাগ ও মেষ এই দু'দলে ভাগ করবেন। বলা হয়েছে: যারা ক্ষুধার্তকে খাদ্য দিবে/ বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিবে, আশ্রয়হীনকে আশ্রয় দিবে, আর অসুস্থ-দুঃখীদের যত্ন নিবে,/ তারাই আশীর্বাদের পাত্র হিসাবে, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে। আর যারা এসব করবেনা/ তারা যাবে শাশ্বত আগুনে। প্রতি বছর ২ নভেম্বরে পরলোকগত ভক্তবৃন্দের স্মরণ দিবস তাই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়- এই পৃথিবীর জীবন-কালকে আমরা যেন সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করি, পৃথিবীর তীর্থপথে জগৎজ্যোতি খ্রিস্টের আলোতে পথ চলি, তাঁর ভালবাসায় জীবন যাপন করি, দরদী প্রভুর মতো মানুষের সেবা করি এবং বিশ্বাসে দৃঢ় থেকে প্রতিদিনের জীবন যাপন করি- যেন একদিন প্রভু যিশুর প্রতিশ্রুত চির শান্তি ও আনন্দের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারি॥

২ নভেম্বর ও আমাদের ভাবনা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

(Purgatory) বলা হয়। পুরাতন নিয়মে ১ মাকাবীয় গ্রন্থে ১২ অধ্যায়ের ৪৪-৪৬ পদে উল্লেখ আছে মৃতদের জন্য প্রার্থনা করা হয় যেন তারা পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে। ইসা ৬৬: ১৫; যোয়েল ২: ৩; ২ থেসা ১: ৭-৮, গ্রন্থেও উল্লেখ আছে যে কিছু আত্মা ঈশ্বরের সাক্ষাৎ লাভের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। পোপ দ্বিতীয় জন পল বলেছেন, "খ্রিস্টমণ্ডলী শিক্ষা দেয় যে, মধ্যস্থানে ব্যক্তির পরিশুদ্ধতা পরিপূর্ণভাবে হতে হবে"। তিনি আরও বলেন, "মধ্যস্থান কোন স্থান নয় বরং একটা অবস্থান। তাই এইসব আত্মাদের জন্য প্রার্থনা করা আমাদের উচিত। মধ্যস্থান হলো ক্ষণকালীন ঈশ্বরের শান্তি লাভের স্থান"। তাই বলা যায় যে মধ্যস্থানে আত্মার শুদ্ধিকরণের পর মানুষ স্বর্গে যায়।

মৃত্যু না হলে আত্মার মুক্তি নাই। খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করেই আমাদের এই ক্ষয়শীল দেহটা থেকে আত্মার মুক্তি সাধন করে গেছেন। মৃত্যুবরণ করার চেয়ে আর কোন উত্তম উপায়ে তিনি আমাদের ত্রাণ করতে পারতেন না। সুতরাং মৃত্যু হলো জগতের মহা উৎসব। মৃত্যুই হলো আমাদের অমরত্বের দিক চালিত করে। তাই মৃত্যুকে ভয় পেতে নেই, মৃত্যু থেকে পালাতে নেই, মৃত্যুকে এড়ানোও যাবে না। বরং মৃত্যুকে আমাদের হৃদয় মন উজাড় করে দুবাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন করতে হবে। তবেই না আমরা লাভ করতে পারবো অনন্তসুখ। প্রেমিক যেমন তার প্রেমিকার জন্য, স্ত্রী যেমন তার স্বামীর জন্য অনেক ভালবাসা আশা নিয়ে অসীম ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষায় প্রতিটি মূহূর্ত অপেক্ষা করে কখন তারা পরস্পর পরস্পরকে দেখবে ভালবাসবে, তদ্রূপ আমাদেরও উচিত মৃত্যুকে ভয় না করে আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকা কখন মৃত্যু এসে হাত ধরে আমাদের নিয়ে পৌঁছে দেবে পরম আরাধিত খ্রিস্টের সঙ্গে সন্ধিক্ষণে। তাই আসুন আমরা মৃত্যুকে ভালবাসি, মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকি এবং মৃত্যু চিন্তা প্রতি দিন মনে সযত্নে লালন করি॥

মৃত্যু করে অমৃত দান

ফাদার গৌরব জি পাথাং সিএসসি

মৃত্যু সেতো মৃত্যু নয়, যদি ঈশ্বর ও মানব প্রেমে মৃত্যু হয়। মৃত্যুবরণ করে যিশুখ্রিস্ট সেই বাণীই আমাদের জন্য রেখে গেছেন। তিনি ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেমের মূল্য দিতে গিয়ে ক্রুশের উপর নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। দ্রাক্ষারসের পাত্র থেকে মৃত্যুকে আস্বাদন করে অমৃতসুধাই পান করেছেন। দার্শনিক সক্রেটিসও হেমলক পান করে যেন অমৃতসুধাই পান করেছেন। মৃত্যু তাদেরকে দান করেছে অমৃত। তাই তারা আজও যুগে যুগে বেঁচে আছেন। দার্শনিক সক্রেটিশ বলেন, "মৃত্যু যেখানে স্বাভাবিক ও চরম সত্য, সেখানে মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। তোমাদের মধ্য থেকে সক্রেটিস ও তার বাণী হারিয়ে যাবে শুধু কবরটাই থাকবে এমন যেন না হয়। কিংবা সক্রেটিসের চেয়ে যেন তার কবর বড় না হয়ে ওঠে।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মৃত্যুর বন্দনায় লিখেছেন, "মরণরে, তুঁহুঁ মম শ্যাম সমান/ মৃত্যু অমৃত করে দান/তুঁহুঁ শ্যাম সমান। আরেক কবিতায় তিনি লিখেছেন, "মৃত্যু দিয়ে যে প্রাণের মূল্য দিতে হয়/ সে প্রাণ অমৃতলোকে/ মৃত্যুকে করে জয়।" তার আরেক গানের বাণীতে আছে, "মৃত্যু যদি কাছে আনে তোমার অমৃতময় লোক/তবে তাই হোক।" বিদ্রোহীকবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন, "মৃত্যু জীবনের শেষ নহে /শোনাও অনন্তকাল ধরি অনন্ত জীবন-প্রবাহ বহে।"

মৃত্যু অবাধ্যতার ফল: আদম ও হবার অবাধ্যতার ফলে মৃত্যু মানব জীবনে প্রবেশ করেছে। "পাপ একদিন শুধুমাত্র একজন মানুষের দোষেই এইজগতের মধ্যে এসেছিল; পাপ তখন সঙ্গে এনেছিল মৃত্যুকে। আর এইভাবে, সকল মানুষ পাপ করেছে ব'লে মৃত্যু সকলেরই মধ্যে সংক্রমিত হল" *(রোমীয় ৫:১২)*। আদম ঈশ্বরের অবাধ্য হয়ে পাপ করেছিল ব'লে ঈশ্বর আদমকে বললেন, "তুমি ধুলো, আর ধুলোতেই আবার মিশে যাবে *(আদি ৩: ১৯)*।" অবাধ্যতার কারণে লোটের স্ত্রী লবণের স্তম্ভ হয়ে যায়। ঈশ্বর লোটকে বলেছিল সদোম শহর বিনষ্টের সময় দূরে গিয়ে আশ্রয় নিতে আর যাবার সময় যেন পিছন ফিরে না তাকাতে। কিন্তু লোটের স্ত্রী অবাধ্য হয়ে পিছন ফিরে তাকিয়েছিল এবং লবণের স্তম্ভ হয়ে গিয়েছিল *(আদি ১৯:২৩-২৬)*।

মৃত্যু হল প্রতিহিংসার ফল: "ঈশ্বর মৃত্যুকে গড়েননি, জীবিতদের বিনাশেও তিনি প্রীত নন" *(প্রজ্ঞা পুস্তক ১:১৩)*। হিংসার ফলেই মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে। "কিন্তু শয়তানের হিংসার ফলেই মৃত্যু জগতে প্রবেশ করেছে; যারা শয়তানের পক্ষের মানুষ, তারাই মৃত্যুর অভিজ্ঞতা করে" *(প্রজ্ঞা ২:২৪)*। কাইন তার ভাই আবেলকে হিংসার বশবর্তী হয়ে হত্যা করেছে *(আদি ৪: ৮)*। ঈশ্বর আবেলের অর্ঘ্য গ্রহণ করেছেন কিন্তু কাইনের অর্ঘ্য গ্রহণ করেননি। তাই প্রতিহিংসায় কাইন ছোট ভাই আবেলকে হত্যা করেছে। পরে কাইনেরই বংশধর মেথুসায়েলের পিতা লামেখ দুইজনকে হত্যা করেছে। "লামেখ তার স্ত্রী দু'জন স্ত্রীকে ডেকে বলল, আঘাতের কারণে আমি একজন মানুষকে, প্রহারের কারণে একজন যুবককে হত্যা করেছি *(আদি ৪:২৩)*। এভাবে জগতে শুরু হল একজন আরেকজনকে হত্যা করার প্রবণতা।

মৃত্যু পাপ ও অধর্মের ফল: এক সময় পৃথিবী অধর্মে পরিপূর্ণ হল। ঈশ্বর তখন সিদ্ধান্ত নিলেন পৃথিবী তিনি ধ্বংস করবেন। জল প্লাবনের মধ্যদিয়ে অধার্মিক ও নষ্ট পৃথিবীকে বিনষ্ট করলেন। শুধু রক্ষা পেলেন ধার্মিক নোয়ার পরিবার (আদি ৭ অধ্যায়)। ঈশ্বর পাপে পূর্ণ সদোম ও গমোরা শহরটির উৎপাটন করেছেন। ধার্মিকতার জন্য লোট ও তার পরিবারকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু পরে অবাধ্যতার কারণে লোটের স্ত্রী লবণের বস্তা হয়ে যায়। "এমন সময় প্রভু আকাশ থেকে, নিজেরই কাছ থেকে, সদম ও গমোরার উপরে গন্ধক ও আগুন বর্ষণ করলেন। তিনি ওই শহর দু'টোকে উৎপাটন করলেন আর সেই সঙ্গে সমস্ত সমভূমি, শহরবাসী ও মাটির যত সবুজ বস্তু উৎপাটন করলেন। তখন এমনটি ঘটল যে, লোটের স্ত্রী পিছনের দিকে তাকাল, আর তখনই সে একটা লবণের স্তম্ভ হয়ে গেল *(আদি ১৯: ২৩-২৬)*।"

পাপের মজুরি: মানুষ পাপ করেছে ব'লেই তার বেতন বা মজুরিরূপে মৃত্যুকে পেয়েছে। সাধু পল বলেন, "কেননা পাপ যে মজুরি দেয়, সেই মজুরি যে মৃত্যু; কিন্তু পরমেশ্বর নিতান্তই অনুগ্রহ ক'রে যা দান করেন, সেই দান তো শাশ্বত জীবন" *(রোমীয় ৬:২৩)*। পাপের ফল হল মৃত্যু, পাপের শেষ পরিণামই হল মৃত্যু *(রোমীয় ৬:১৬)*।

মৃত্যু মানেই জীবনের পূর্ণতা ও সমাপ্তি: মানুষের জীবনে মৃত্যু আসে একটা প্রাপ্ত বয়সে। এর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর মানুষের কাজের পূর্ণতা ও সমাপ্তি দান করেন। ঈশ্বর মানুষকে তার দায়-দায়িত্ব, কাজ-কর্ম, রোগ-শোক- অসুস্থতা ও কষ্ট থেকে নিষ্কৃতি দেন। আব্রাহাম তার সমস্ত দায়িত্ব সমাধা করে চিরবিদায় নিয়েছেন। "আব্রাহামের জীবনকাল হল একশ' পচাত্তর বছর। পরে তিনি বৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে শুভ বার্ধক্যে প্রাণত্যাগ করে তাঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে মিলিত হলেন" *(আদি ২৫:৮)*। প্রবক্তা সিমেয়োনকে পবিত্র আত্মা এই কথা জানিয়েছিলেন যে, প্রভুর প্রতিশ্রুত খ্রিস্টকে না দেখা পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হবে না *(লুক ২:২৬)*। তিনি মন্দিরে শিশু যিশুকে দেখতে পেয়ে বললেন, "হে প্রভু, তোমার কথামতো তোমার এই দাসকে এবার শান্তিতে যেতে দাও" *(লুক ২:২৯)*। তিনি তার কাজে পূর্ণতা দিয়েছেন। তেমনিভাবে যখন পিতা মাতা তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে মানুষ করতে পারে। ছেলে-মেয়েদের সুখ-আনন্দের জীবনযাপন দেখে তখন সেও তখন বলতে পারে, "তোমার এই দাসকে এবার শান্তিতে যেতে দাও।"

মৃত্যু আনে ঈশ্বরের আশীর্বাদ: যিশু খ্রিস্টের কারণে মৃত্যু হয়ে উঠেছে আশীবার্দ। তিনি নিষ্পাপ হয়ে আমাদের পাপের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন। সাধু পল বলেন, "আমাদের পাপের জন্য, শাস্ত্র অনুযায়ী, মৃত্যুবরণ করলেন *(১করি ১৫:৩, শিষ্য ৩:১৮, ৭:৫২)*। সাধু পল আরো বলেন, "একজনের অপরাধ যেমন সকল মানুষের ওপর দন্ডাদেশ ডেকে এনেছিল, তেমনি একজনেরই ধার্মিক আচরণ সকল মানুষের অন্তরে আবার এনে দেয় ধার্মিকতা, এনে দেয় নবজীবন" *(রোমীয় ৫:১৮)*। যেখানে জমেছিল রাশি রাশি অপরাধ, সেখানেই অজস্র ধারাতেই নেমে এলো ঐশ অনুগ্রহ। পাপ যেমন মৃত্যু ঘটিয়ে রাজত্ব করেছিল, তেমনি ঐশ অনুগ্রহ ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠা ক'রে রাজত্ব করবে। আর এভাবে এনে দেবে শাশ্বত জীবন খ্রিস্টেরই মধ্য দিয়ে *(রোমীয় ৫:২০-২১)*। পুণ্য শনিবারের নিস্তার বন্দনায় তাই বলা হয়, "আদমের পাপের যথার্থই প্রয়োজন ছিল: খ্রিস্টের মৃত্যু দ্বারাই তা মার্জিত হল। হে অপরাধ, ধন্য তুমি। তোমার পরম সৌভাগ্য। তোমারই জন্যে পেয়েছি এমন মহান মুক্তিদাতা।"

খ্রিস্টবিশ্বাসীদের কাছে মৃত্যু হল নবজীবনের দ্বার এবং অনন্ত জীবনের সূচনা। আমাদের জন্য খ্রিস্টীয় মৃত্যুর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। কারণ মৃত্যুর দ্বারা আমরা খ্রিস্টের সাথে মৃত্যুবরণ করি আবার তারই সঙ্গে পুনরুত্থানের আনন্দ লাভ করি। "খ্রিস্টের অনুগ্রহে মৃত্যুবরণ করে যারা তাদের জন্য মৃত্যু হল খ্রিস্টের মৃত্যুতে অংশগ্রহণ যাতে তারা পুনরুত্থানের অংশী হতে পারে।" সুতরাং যারাই মৃত্যুবরণ করে তারা সকলেই খ্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের অংশী হয়। কেননা তিনি এই জন্যই মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মৃত্যুকে জয় করেছেন। তিনি স্বর্গে উন্নিত হয়েছেন যেন আমরাও তার সঙ্গে স্বর্গে উন্নিত হতে পারি। আমরা মৃত্যুবরণ করি দেহ থেকে প্রবাসী হয়ে প্রভুর সাথে বসবাস করার জন্য *(২ করি ৫:৮)*। "ভক্তজন যারা, তাদের মরণ, ভগবানের দৃষ্টিতে তা বড় মূল্যবান *(সাম ১১৬: ১৫)*। সাধু যোহন বলেন, "প্রভুর চরণাশ্রয়ে মারা যায় যারা, ধন্য সেই সব মৃতজন; এখন থেকেই ধন্য তারা" *(প্রত্যাদেশ ১৪:১৩)*।

সাধু পল মৃত্যু বিষয়ে বলেছেন, "আসলে আমরা কেউ নিজের জন্যে বেঁচে থাকি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। যদি বাঁচি, তবে প্রভুর জন্যেই বাঁচি; আর যদি মরি, তাহলে প্রভুর জন্যেই মরি। সুতরাং বাঁচি বা মরি, যে ভাবেই থাকি না কেন, আমরা প্রভুরই" *(রোমীয় ১৪:৭-৮)*। জন্ম-মৃত্যু কিংবা জীবন প্রভুরই দান এবং প্রভুর কাছ থেকে আসে, অবশেষে প্রভুর কাছেই চলে যায়। তাই মৃত্যুকে ভয়

পেতে নেই। গমের দানা যেমন মরে নতুন চারা উৎপাদন করে এবং অনেক ফসল জন্মায় তেমনি আমরাও মৃত্যুর মধ্যদিয়ে নতুন জীবনের সূচনা করি। মৃত্যুর পর আমরাও নতুন জীবন শুরু করি। মৃত্যুতে আমরা থেমে যাই না কিংবা মৃত্যুই আমাদের শেষ গন্তব্য নয়। মৃত্যুর পর আমাদের পুনরুত্থান এবং অনন্ত জীবন আছে। সেই আশা ও বিশ্বাস নিয়ে আমরা মৃত্যুকে বরণ করে নিই। মৃত্যুর পর ঈশ্বরের সাথে আমাদের মিলনের প্রত্যাশায় থাকি। যিশু নিজেই বলেছেন, "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। কেউ যদি আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তবে সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে; আর জীবিত যে কেউ আমার ওপর বিশ্বাস রাখে, তার মৃত্যু হতেই পারে না- কোন কালেই না *(যোহন ১১:২৫-২৬)*।" আভিলার সাধ্বী তেরেজা মৃত্যু বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেন, "আমি ঈশ্বরকে দেখতে চাই। তাঁকে দেখার জন্য আমাকে মরতেই হবে।" তার মতে মৃত্যু ছাড়া ঈশ্বরের দর্শন অসম্ভব।

জীবিতকালে মানুষ তিনটি জিনিসের জন্য অনেক পরিশ্রম করেন; নাম, বস্ত্র ও বাসস্থান। কিন্তু মানুষ মারা যাবার পর পরই ঈশ্বর এই তিনটি জিনিসই সর্বপ্রথম পরিবর্তন করে দেন। নাম হয়ে যায় স্বর্গীয়/মৃত/লাশ/শবদেহ। পোষাক হয়ে যায় কাফন/সাদা থান। বাসস্থান হয়ে যায় কবরস্থান/গোরস্থান/শশ্মান।

১। নাম: জীবিতকালে প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছা থাকে তার নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক, স্বর্ণাক্ষরে লিখা থাকুক। সে চায় সুনাম, খ্যাতি, পদমর্যাদা। নাম প্রচার ও সুনামের জন্য কত কিছুই না করা হয় কিন্তু মৃত্যুর পর এই নাম পরিবর্তন হয়ে যায়। মৃত্যুর পর তাকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। ঈশ্বর নাম পরিবর্তন করে দেন। মানুষ তখন হয়ে যায় লাশ, মৃতদেহ, শব দেহ কিংবা তার নামের আগে যুক্ত হয় মৃত কিংবা স্বর্গীয় শব্দটি। যেমন স্বর্গীয় পিটার কস্তা কিংবা মৃত পিটার কস্তা।

২। বস্ত্র: মানুষ চায় তার নিজের পোষাক পরিধেয় বস্ত্র সুন্দর হোক, রঙিন হোক, আকর্ষীয় হোক, সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করুক কিন্তু মৃত্যুর পরই ঈশ্বর তার পোষাক পরিধেয় পরিবর্তন করে দেন। তখন মৃত মানুষটাকে সাদা থান কাপড় কিংবা কাফন দিয়ে ঢেকে দেয়।

৩। বাসস্থান: মানুষ তার নিজের জন্য সুন্দর একটা বাসস্থান, ঘর বাড়ি, জমি-জমা কামনা করে। কিন্তু মৃত্যুর পর একটাই তার বাসস্থান হয় আর সেটা হল কবরস্থান/গোরস্থান/শশ্মান। ধনী-গরীব, সাধু-পাপী সবাই একই স্থানে সমাহিত হয়।

তাই আমাদের অহংকারী হতে নেই। নাম বড় করা, স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখা, সুনাম-খ্যাতি লাভ করা, ক্ষমতা দখল ও দেখানো, জমি-জমা, টাকা-পয়সা এসবের জন্য আমরা কত কিছুই না করে থাকি। এমনকি টাকা-পয়সা, জমি-জমা সঞ্চয় করতে গিয়ে নিজের মা-বাবা, ভাই-বোন, আমার আপনকেও পর করে দিই। নিজের আত্মারও যত্ন নিতে ভুলে যাই।

এক লোকের চারজন স্ত্রী ছিল। লোকটা তার চতুর্থ স্ত্রীকেই খুবই ভালবাসত ও যত্ন নিত। সে তার তৃতীয় স্ত্রীকেও অনেক ভালবাসত এবং বন্ধু বান্ধবদের সামনে স্ত্রীর প্রশংসা করত। তার ভয় ছিল যে, এই স্ত্রী হয়তো কোনদিন অন্য কারো সাথে পালিয়ে যেতে পারে। সে তার দ্বিতীয় স্ত্রীকেও ভালবাসত। লোকটা যখনই কোন বিপদে পড়ত, তখনই তার কাছে সমাধান চাইত এবং তার স্ত্রীও তাকে সমাধান দিয়ে সাহায্য করত। কিন্তু লোকটা তার প্রথম স্ত্রীকে একদম ভালবাসত না এবং যত্নও নিত না। এই স্ত্রী লোকটাকে অত্যন্ত ভালবাসত, তার অনুগত থাকত এবং তার যত্ন নিতে চাইত। কিন্তু লোকটা তা পছন্দ করত না।

একদিন লোকটা অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং জানতে পারল যে সে আর বেশি দিন বাঁচবে না। লোকটা ইচ্ছা করল যে সে যখন মারা যাবে, তার কোন একজন স্ত্রীকেও নিয়ে যাবে তার সঙ্গে, যাতে সে শান্তি পেতে পারে এই ভেবে যে মৃত্যুর পর সে একা নয়, তার একজন সঙ্গীও সাথে আছে।

লোকটা তার স্ত্রীদেরকে কাছে ডেকে এনে মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছাটা বলল এবং তার সাথে কে যেতে চায় তা জিজ্ঞেস করল। চতুর্থ স্ত্রী বলল, "এটা হতেই পারে না"। এই কথা বলেই সেই জায়গা ছেড়ে চলে গেল। লোকটার ইচ্ছা প্রত্যাখান করল। তৃতীয় স্ত্রী বলল, "জীবন এখানে খুবই সুন্দর। তোমার মৃত্যুর পর আমি অন্য কাউকে বিয়ে করে নেব। এই কথা বলে সেও চলে গেল। দ্বিতীয় স্ত্রী বলল, তুমি আমার কাছে সমাধান চাইছে। কিন্তু এই ব্যাপারে আমার কোন সমাধান নেই। দুঃখিত তোমাকে সাহায্য করতে না পেরে। তবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তোমার পাশে সর্বদাই আছি।

স্ত্রীদের কথা শুনে অনেক কষ্ট পেল, হতাশাগ্রস্ত হল এবং বিমর্ষ হয়ে পড়ল। এমন সময় একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। "আমি তোমার সাথে যাব, তুমি যেখানেই যাও না কেন, আমি তোমাকে অনুসরণ করব?"

লোকটা তাকিয়ে দেখল যে কণ্ঠটা তার প্রথম স্ত্রীর। ভালবাসা এবং যত্নের অভাবে তার চেহারা মলিন, দেহ কঙ্কালসার, অপুষ্টির চিহ্ন সারা শরীরে। লোকটা অশ্রুসিক্ত নয়নে বলল, হায় কি আফসোস! তোমাকে কখনো ভালবাসিনি ও যত্ন করিনি। আজ তুমি আমার সাথে যেতে চাইছো। এতদিন কি ভুলটাই না করেছি তোমার কথা না ভেবে। আজ শেষ সময়ে ভুলটা বুঝতে পারলাম।

আসলে আমাদের প্রত্যেকের জীবনে এই চারজন স্ত্রীর মত ব্যাপারটি আছে।

চতুর্থ স্ত্রী হল আমাদের শরীর। জীবনের বেশির ভাগ সময় এবং অর্থ আমরা এটির পিছনে ব্যয় করি। কিন্তু মৃত্যু এলেই এটি আমাদেরকে ফেলে চলে যায়।

তৃতীয় স্ত্রী হল আমাদের ধন সম্পত্তি। টাকা পয়সা, সুনাম-খ্যাতি এবং মালিকানা যা নিয়ে গর্ব করি তা মৃত্যুর পর অন্যের কাছে চলে যাবে।

দ্বিতীয় স্ত্রী হচ্ছে আমাদের পরিবার ও বন্ধুবান্ধব। এরা আমাদেরকে নানা ভাবে বিপদে আপদে সাহায্য করে এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমাদের পাশে থাকে।

আর প্রথম স্ত্রী হচ্ছে আমাদের আত্মা। পার্থিব সুখ শান্তি আনন্দ এবং সম্পদের পিছে ছুটতে গিয়ে আত্মার কথা ভুলেই যাই। আত্মার যত্ন নিই না, খোরাক যোগাতে পারি না। কিন্তু এটিই একমাত্র জিনিস যা আমাদের প্রত্যেকটা কাজে আমাদের অনুসরণ করে। যেখানেই যাই আমাদের পাশে থাকে এবং মৃত্যুর পরেও পারলৌকিক জীবনে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। তাই এখন থেকে আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের পরিশ্রম করতে হবে॥

(এ লেখাটি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ৪১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল; তা পুনঃপ্রকাশ হলো)

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও আমরা নয় জন

(১৫ পৃষ্ঠার পর)

ভয়ে আতংকিত। এক পর্যায়ে প্রচুর গোলাগুলির পর হানাদার বাহিনী ভয়ে স্থান পরিত্যাগ করে। আর বলতে থাকে মুক্তি বাহিনী কিয়া চিজ হ্যায়। তাই আজও মনে পড়ে সেই ঘটনার কথা। বিনা গুলিতে এভাবেও শত্রুর মোকাবেলা করতে সমর্থ হয়েছি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ মুক্তিকামী মানুষের মহাসমাবেশে স্বাধীনতার ডাক দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর সেই তেজোদীপ্ত ডাকে আমরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ি। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন বাংলাদেশ। যুদ্ধে আমরা জয়ী হই। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের স্থান হয়। স্বাধীন বাংলার বিজয় আজ শুধু নতুন প্রজন্মের জন্য যুদ্ধের স্মৃতি থেকে একটু উল্লেখ করছি।

মাতৃভূমিকে ভালবেসে আমরা যুদ্ধ করতে গিয়েছিলাম। স্বপ্ন দেখেছিলাম স্বাধীন দেশে সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করব।

আমরা চেয়েছিলাম শোষণমুক্ত সোনার বাংলাদেশ। যেখানে জঙ্গি তৎপরতা, সন্ত্রাসবাদ থাকবে না, থাকবে না কোন ধনী-গরীব। কিন্তু স্বাধীনতার ৫০ বছর পরও আমাদের সুখে-শান্তিতে বসবাস করার স্বপ্নটি এখনও পূরণ হয়নি। জাতীয় দিবস হলে মুক্তিযোদ্ধাদের "জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান" বলা হয়। কিন্তু পরে আর কেউ তাদের খোঁজ খবর নেয় না। আমরা চাই মুক্তিযুদ্ধের অবদানের কথা আগামী প্রজন্ম সঠিকভাবে জানুক। আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে জীবন বাজি রেখে মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিলাম তা বাস্তবায়িত হয়নি। অনেক মুক্তযোদ্ধা দু'বেলা দু'মুঠো ভাত জোগাড় করার জন্য রিক্সা চালান। অনেকে আবার সুচিকিৎসার অভাবে মারা যান। রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ ছাড়া আমাদের খোঁজ খবর নেওয়ার কেউ নেই। এ রকম বাংলাদেশ তো আমরা চাইনি। একথা সত্য আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সার্বিক বাস্তবায়ন এখনও হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সার্বিক বাস্তবায়নের জন্য বেসামরিক লড়াইটা অব্যাহত রাখাটা মুক্তিযুদ্ধকে আরো সফলতার দিকে নিয়ে যাবে। সেদিনের মত আজও স্বপ্ন দেখি একটি সুখী, সমৃদ্ধ, অভাবমুক্ত সোনার বাংলাদেশ।

জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
"চিরন্তন" ২য় সংখ্যা, ২০১৮, পৃষ্ঠা ৪২, ৪৩॥

মৃত্যুঃ আকস্মিক প্রত্যাবর্তন

ফাদার যোসেফ মুরমু

মানুষের কাছে জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ বিষাদ মুহূর্ত হলো "মৃত্যু"। সংসারের আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পদ, প্রিয় আসবাবপত্র ছেড়ে পরবাসে আকস্মিক প্রত্যাবর্তন করা ভয়ংকর ব্যাপার। ভয়ংকর ঘটনাটা ব্যক্তির কপালে সংকেত দেয় না বিধায় মানুষ বিধাতার নিয়মে আড়াল হবে, সেটিই মানুষের জন্যে ফাইনাল প্রত্যাবর্তন। মানুষের পক্ষে এমন কুটিল প্রত্যাবর্তনের লক্ষণ বুঝে নেয়ার কোন অবকাশ নেই। মানুষ যতই চতুর্ভূজ ব্যাখ্যা দিক না কেন, ভয়ংকর প্রত্যাবর্তনের ভয়ে তার গা ঝম ঝম করে, শিউরে ওঠে সর্বাঙ্গ। এ প্রত্যাবর্তন থেকে নিস্কৃতি পাওয়া অসম্ভব বলে মানুষ, ঈশ্বর ভগবানের কাছে প্রার্থনা-আরাধনায় আত্মসমর্পণ করে, কুমারী মারীয়া, সাধু যোসেফ ও অন্যান্য সাধু-সাধ্বীদের আশিষ-কৃপা এবং আত্মার নিরাপত্তা যাচ্না করে। এক পর্যায়ে মানুষ সমস্ত ঐশকৃপা ও আশিষবদ্ধ হয়ে ঐ ভয়ংকর প্রত্যাবর্তন মেনে নেয়ার সর্ব প্রস্তুতিতে মনোযোগিতায় নিবিষ্ট হয়।

হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ মৃত্যু তথা পরলোকগত হওয়া, জগতের সব সম্পদ-গরিমা ও ভোগ-বিলাসী জীবন-যাপন থেকে চিরকালের মত বিদায় নেয়া। মানুষ কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়, হতে যে হবে, এ ব্যাপারে মানুষ নিরুপায়। প্রত্যাবর্তনের লক্ষণগুলো জন্মলগ্নেই তার সঙ্গে যুক্ত। যেমন- অসুস্থতা, জটিল-কুটিল রোগ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সড়ক দুর্ঘটনা (এক্সিডেন্ট), খুনাখুনি (খুন-জখম), প্রাণঘাতি রোগ ইত্যাদি। এ ছাড়াও চরম দারিদ্রতা কিংবা রাজনৈতিক ও সামাজিক হানাহানী, যেটি মানুষকে তক্ষণি বা ক্রমান্বয়ে মরণমুখি করে। এ অবস্থা মানুষের জীবন-চঞ্চলতাকে থামিয়ে দেয়। এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার জন্যে মানুষ ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর অনোচিৎ মতামত দিতে দ্বিধা করে না। এমন পরিস্থিতি মানবজীবনে জন্ম হচ্ছে বলে বিষয়টা নিয়ে মানুষ ভীষণভাবে চিন্তিত এবং বিচলিত। এগুলো মানুষের প্রতিদিনকার সঙ্গী, প্রতিনিয়তই সুম্মখীন হতেই হয়। এ সবের ভিতর থেকে মরণবাঁশী কখন যে বেজে উঠবে জানা নেই, তাই মানুষ অনেক জ্ঞানশক্তি, অর্থ-কড়ি এবং ব্যয়বহুল ঔষধ সামগ্রী দ্বারা মোকাবেলা করার প্রয়াস চালিয়ে গেলেও, বিধাতার অদৃশ্য লেখনবিধি কেউ মোকাবেলা করতে পারে না, কারণ এই বিধিলিপি সব মানুষের কপালে কালের কালি দিয়ে লেখা হয়ে আছে। তাই মানুষকে আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের গহীন কুয়োতে টুক করে পড়ে বিদায় নিতে হবে, তা কতই না নিশ্চিত।

আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের গ্রাস থেকে রেহাই-এর পথ দেখিয়েছে ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থ, বিধি-বিধান ও ন্যায়-সত্যব্রত, যা মানুষকে ধর্মপ্রাণ করে, এবং জীবনাত্মার মালিক ঈশ্বরকে স্বসাহসে চর্চায় মগ্ন হতে চেতনা দান করেছে। উপরন্ত ধর্মের অন্তর্নিহিত শাস্ত্রবাণী, নৈতিকতা, ধার্মিকতা, সামাজিক কর্ম-সেবা ও মানবতার বৈধ শৃংখলতা মানুষকে চিত্তে স্বাভাবিক সচেতনতায় সংঘবদ্ধ রাখে। অযথা নৈতিকতাহীন যুদ্ধে বিপর্যস্ত হতে দেবে না, ঈশ্বরকে দূরে ফেলে, ভাবনাহীন মনপরিবেশ তৈরী করবে না, কেননা সবকিছুর উর্ধ্বে সে সহায় সম্বলহীন মানুষ। বাহ্যিকতা রক্ষায় মানুষ মরণাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধে নামতে পারে, জয়ী হবে বা পরাজয় হবে জানা নেই, কিন্তু আকস্মিক প্রত্যাবর্তনকে কখনো জয় করতে পারে না, এটা উপরওয়ালার হাতে যুগের প্রারম্ভেই হস্তগত। তাই মানুষ ধর্মশাস্ত্রগ্রন্থ অবলম্বন করে জীবনজীবিকা সহজ করলে, অবশ্যই আকস্মিক এই প্রত্যাবর্তনে সামিল হতে আড়ষ্ট করবে না।

দৃষ্টি যাবে সমাধিগুহার দিকে, বুঝে নিতে হয়, ঐ গুহায় কি রহস্য আছে। সমাধিগুহা এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই, যদিও গুহাটি সম্পূর্ণ শুন্য। সমাধিগুহা খনন করলে মৃতের দু/একটি হাড় পাওয়া যেতে পারে, অন্য রকম কিছু গন্ধ। ওখানে মৃতের কোন চিহ্ন বা অস্থিত্ব রয় না। মৃত্যু দিবসে বা অন্যসময় স্বজনেরা সমাধির কাছাকাছি দাঁড়িয়ে মৃতের উপস্থিতি উপলব্ধি করার চেষ্টা করে এবং ভগবানের কাছে তার আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করে, মাফ চেয়ে স্বর্গসুখ কামনা করে। বরাবরই দেখা যায়, স্বজনেরা 'মৃত্যু' দিবসে সমাধিতে সুগন্ধ তেল ছিটিয়ে দেয়, দামীফুলগুচ্ছ নিবেদন করে, আগরবাতি, মোমবাতি জ্বালিয়ে হাতজোড় করে স্বজন মৃতের নিকট দোষস্বীকার করে, অনুভব করে "ব্যক্তি' টিকে, অতীত সময়কার খণ্ড খণ্ড চলন-বলন এবং স্নিগ্ধমাখা আচরণ-বিচরণ। আবার এও দেখা যায়, পুরাতন প্রথা স্মরণ করে স্বজনেরা 'মৃতে'র পছন্দ খাদ্যদ্রব্য রাতের (মন্দ আত্মায় বিশ্বাসী গোষ্ঠী) কোন একপ্রহরে পরিষ্কার থালা-বাটিতে সমাধির মাথার উপর রেখে দিয়ে আসে। অবশ্য খ্রিস্টান বা কোন ধর্মের লোকদের মধ্যে এ আচরণ দেখা যায় না। তথ্যটি তুলে ধরলাম এই জন্য যে, যেহেতু আমাদের সমাজের চতুপার্শ্বে পরিচয়হীন দেববিশ্বাসী মানুষ রয়েছে, তাদের মধ্যে এমনটি দেখা যায়, তবে খুব যে দেখা যায়, তা নয়।

সমাধিগুহা থেকে মৃত ব্যক্তি কখনো বের হয় না, তারপরেও কেন যে মানুষ রাতের অন্ধকারে, একাকী থাকলে মনের কল্পনায় প্রদীপশিখার আদলে 'মৃতকে' সমাধির উপরে হাঁটতে দেখে, কখনো বা জন্তুর স্বরূপে অন্যত্র চলে যেতে দেখে। প্রকৃত পক্ষে সমাধিগুহা থেকে মৃত কোন রূপেই বের হয় না, এর ব্যতিক্রমও নেই। শিক্ষিত-অশিক্ষিত মানুষের আলাপচারিতায় শুনতে পাওয়া যায় যে, এখনো অনেক মানুষের পৌরানিক বিশ্বাস রয়েছে বলে, অন্ধকার রাতে, বা অমাবশ্যা রাতে কবরের পাশ দিয়ে যেতে সাহস করে না, ধারণা আছে মৃত কোন দৈব্য চেহারায় আবির্ভূত হতে পারে, ঝাপটে ধরবে, মেরে ফেলবে, তারপর নিজের কাছে নিয়ে যাবে ইত্যাদি। মানুষের লৌকিক বিশ্বাস এখনো কম-বেশী সক্রিয়মান, তাই এই বিশ্বাসের বিপক্ষে যুক্তি দাঁড় করিয়ে খণ্ডন করা খুব জটিল, বুঝাতে গেলে ঝগড়া বেধে যাওয়ার সম্ভবনা থাকে। যুক্তিযুদ্ধ অর্থ হীন হলেও তাদের যুক্তি হল যেহেতু লোকটির আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে, সুতরাং লোকটি মন্দ-খারাপ, তাই এখন সে ভূতের স্বরূপে কবরে বা ঝোপঝাড়ে বসবাস করছে, যে কোন সময় যে কোন রূপে সামনে দেখা দিতে পারে। এ ধরণের যুক্তিবাদী লোক বুঝতে চায় না যে, আকস্মিক মৃত্যু মন্দের প্রভাবে হয় না, লোকেরা ব্যাখ্যা দিয়ে বলে, ব্যক্তির কপালে যে ধরণের রকম লেখা আছে, সেইভাবে তার মৃত্যু হবে। মানুষের রোগ-অসুখে মৃত্যু হোক বা না হোক, সব ধরণের মৃত্যুই বিধাতার বিধানে হয়। ব্যক্তি যেভাবেই ঊর্ধ্বেমুখিই হোক না কেন, ব্যক্তির মৃত্য অবধারিত ঘটনা।

যাই হোক, ধনী বা দরিদ্রের জন্য সমান সম্মানের নিশ্চিত মর্ত থেকে স্বর্গে আকস্মিক প্রত্যার্বতনের ব্যবস্থা আছে। মৃত্যুর পরে সৃষ্টিকর্তার দরবারে পৌঁছে যাওয়ার পরের ব্যবস্থার ফল হ'ল, আত্মার আসন হবে স্বর্গে, দেহ মাটির গুহাতে শায়িত হবে। ব্যক্তি যেভাবেই পরদেশে প্রত্যাবর্তন (মৃত্যুবাসী হোক) করুক না কেন, তা হয় বিধাতার ইচ্ছায়, এবং মানব জাতির কালচারে তার সমাধি হয় মাটির গুহাতে। এ গুহা অভেদ্য নিশ্চুপ গৃহ, যেখানে ব্যক্তি চিরকালের জন্যে অদৃশ্য থাকে, স্বশরীরে ফিরে আসবেন বা দেখাও যাবে না। মাত্র পরবর্তি বছরে স্বজনেরা মৃত্যুদিবসে মৃত্যের আত্মার মঙ্গল প্রার্থনা করতে সেখানে সমবেত হয়, নিঃশব্দ স্মৃতিচারণ করে। খ্রিস্টধর্মে মণ্ডলী (চার্চ) মৃতের প্রত্যাবার্তনের দিবস স্মরণের জন্যে ২ নভেম্বর পালন করে, সেদিন সকল খ্রিস্টভক্তদের উপস্থিতিতে মৃতদের কল্যাণ প্রার্থনা করা হয়। এ দিন স্বজন সমাধির কাছে দাঁড়িয়ে মৃতের সঙ্গে অদৃশ্য সাক্ষাৎ হয়, অন্তর গহিনে অশ্রুপাত হয়, চাইলেও, ঐ 'মৃতব্যক্তি' সামনে আসে না, উপলব্ধি হয়, ঐ তো, প্রিয়জন, সামনে দাঁড়িয়ে, কথা বলছে ... ইত্যাদি ...ইত্যাদি॥

২ নভেম্বর ও আমাদের ভাবনা

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও

আমরা খ্রিস্টবিশ্বাসী প্রত্যেকে দীক্ষাস্নানের মধ্যদিয়ে খ্রিস্টীয় পরিবারের সদস্য হই। সাধারণত "জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য" জীবনের এই পাঁচটি পর্যায়ের যে কোন একটি থেকে আমরা অমরত্বে প্রবেশের প্রস্তুতি নেই। আর সেই অমরত্বে প্রবেশের প্রবেশদ্বার হচ্ছে মৃত্যু। মৃত্যু মানুষের দৈহিক জীবনের জন্য প্রযোজ্য হলেও আত্মার জন্য স্থান পরিবর্তনের একটি উপায় মাত্র। কেননা আত্মার কোন মৃত্যু নেই। জন্ম এবং মৃত্যু আমাদের জীবনের দুটি বাস্তবতা। জন্মের মধ্যদিয়ে পৃথিবীতে আমাদের প্রবেশ আর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে পৃথিবী থেকে আমাদের বিদায়। জন্মের মধ্যদিয়ে পৃথিবীতে প্রবেশ আর মৃত্যুর মধ্যদিয়ে অনন্ত জীবনে প্রবেশ। জন্ম এবং মৃত্যু মধ্যবর্তী সময়টুকু হল পৃথিবীতে আমাদের আয়ুষ্কাল। এই পৃথিবী হচ্ছে একটা নাট্যমঞ্চের মত, যেখানে আমি, আপনি আমরা প্রতিনিয়ত অভিনয় করে চলছি। ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন সেই মঞ্চে অভিনয়ের সাবলীল প্রতিভা প্রদর্শনের সুযোগ। জীবনের আনন্দঘন এই মঞ্চ থেকে প্রত্যককে একদিন চলে যেতে হবে। এ চলে যাওয়ার আরেক নাম মৃত্যু। এ মৃত্যুর মধ্যদিয়ে পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। মৃত্যু, সে শুনে না কারও বারণ না কারও শাসন। মৃত্যুর মধ্যদিয়েই শেষ হয়ে যায় জগতের সব বাহ্যিক লেনদেন। আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্য হল প্রেমময় ঈশ্বরের সাথে মিলন। এ মিলন যেন ঠিক বর ও বধূর মিলন। এখানে বর হল যিশুখ্রিস্ট আমরা হলাম তাঁর বধূসরূপ। তিনি আমাদের জন্য অপেক্ষমান। এ পৃথিবীতে আমার বলে যা কিছু আছে, সব কিছুই ফেলে রেখে একদিন আমাদের পাড়ি দিতে হবে পরজগতে। আমরা দেহ নিয়ে এই জগৎ সংসারে অনন্তকাল বেঁচে থাকতে চাই, নিজেকে অক্ষত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করি। আমরা দৈহিক রঙ্গ-রসে গা ভাসিয়ে দিয়ে জাগতিক সুখ-ভোগ করতে আগ্রহী কিন্তু প্রকৃতির বিধান অমান্য করা আমাদের পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব হয়ে উঠে না, তা না হলে এ জগতের প্রভাবশালীরা অনন্তকাল বেঁচে থাকার জন্য দিত যে কোন মূল্যে। এক অজানা পথে নিঃস্ব-নিঃসঙ্গ অবস্থায় আমাদের পাড়ি জমাতে হবে সমস্ত ধন-সম্পদ, প্রিয়জন কিছুই আমাদের সঙ্গে যাবে না। তখন এ ধরণী কৃপণ হস্তে আমাদের বিদায় জানাবে। সেদিন পৃথিবীর কর্ম কোলাহল থেকে, রূপ, রস, গন্ধ থেকে দূরে, বহুদূরে যেতে হবে, ছিন্ন হবে সহস্র স্মৃতিবিজড়িত মায়ার বন্ধন। এই সুন্দর সুকোমল দেহ, রূপ যৌবন তখন ধূলায় মিশে একাকার হয়ে যাবে। এ জগতের কার্যের দ্বারাই আমাদের পরজীবনের স্থান নির্ধারিত হবে আমরা স্বর্গবাসী না নরকবাসী হব। মৃত্যু যেমন বাস্তব সত্য, স্বর্গ নরকও তেমনই ধ্রুব সত্য।

খ্রিস্টেতে শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা, মৃত্যু হচ্ছে একজন ব্যক্তি তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে মারা যায়, মৃত্যু মানে যখন আমরা আর জীবিত থাকি না, আমাদের দেহ ও জীবনের সব কর্মকাণ্ড শেষ হয়ে যায়। আমাদের মৃত্যু বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। তবে আমরা যতোদিন বাঁচি ততোদিন আমরা কিভাবে বেঁচেছি সেটাই মানুষ মনে রাখে। মৃত্যু একটা রহস্য, মৃত্যুর রহস্য ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, তথ্য-প্রযুক্তি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সাধু পল রোমীয়দের কাছে পত্রে ১৪:৭-৮ পদে মৃত্যু বিষয়ে বলেছেন, আমরা কেউ নিজের জন্য বাঁচি না, কেউ নিজের জন্য মরেও যাই না। আমরা যদি বাঁচি তাহলে প্রভুর জন্যই বাঁচি আর যদি মরি তাহলে প্রভুর জন্যই মরি। শারীরিক মৃত্যু স্বাভাবিক, রোমিও ৬:২৩; আদি ২:১৭ পদে বলা হয়েছে, বিশ্বাসের দৃষ্টিতে মৃত্যু হল "পাপের মজুরি"। রোমিও ৬:৩-৯, ফিলিপ্পিয় ৩:১০-১১ পদে বলা হয়েছে, যারা খ্রিস্টের অনুগ্রহে মৃত্যু বরণ করে, তাদের জন্য মৃত্যুই হলো খ্রিস্টের মৃত্যুতে অংশগ্রহণ, যাতে তারা তাঁর পুনরুত্থানের অংশী হতে পারে। আজকে যোহন রচিত মঙ্গল সমাচারেও একই কথা বলা হয়েছে, আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ও আশা করি যে, খ্রিস্ট যেমন প্রকৃত অর্থেই মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন, তেমনি ধার্মিকজনেরা মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সঙ্গে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন এবং শেষদিন তিনি তাদের পুনরুত্থিত করবেন। শরৎ চন্দ্র চট্টোপধ্যায় তার শ্রীকান্ত গল্পে বলেছেন, "রাজা-প্রজা, ধনী-ভিক্ষুক মৃত্যুতে সবাই সমান। কেননা ঈশ্বরের চোখে সব মানুষই সমান"। ছোট একটি উদাহরণ সহভাগিতা করি। বাবার মৃত্যুর পূর্বে ছোট ছেলেটি অঝোরে কাঁদছে। বাবা ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বোঝাচ্ছেন। দেখ বাবা একটা জাহাজ যখন বন্দর ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় বন্দর থেকে বিদায় নেয়। তার পর ধীরে ধীরে সমুদ্র গভীরে জলে মিলিয়ে যায়। আসলে সে কি হারিয়ে যায় চিরদিনের জন্য? না তা নয়। ঐ জাহাজ অন্য একটি বন্দরে গিয়ে ভীড়ে। ঐ বন্দরের লোকেরা জাহাজকে স্বাগত জানায়। তেমনি ভাবে আমি চলে যাচ্ছি, আমার মৃত্যু হচ্ছে না বরং আমি অন্য এক বন্দরে যাচ্ছি। তুমিও একদিন ঐ বন্দরে যাবে। তুমি যখন আসবে সে দিন নিশ্চয় আমি ঐ বন্দর থেকে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে আসব। তাই মৃত্যুকে কখনও ভয় পেয়ো না। এই ছোট্ট উদাহারণ থেকে আমরা বুঝতে পারি বাবার মৃত্যুবরণ করা হলো একটি নতুন জীবনের প্রতীক। মৃত্যুর পর আমাদের যে নতুন জীবন শুরু হয় তা দেহের মৃত্যু থেকে। আমাদের প্রিয়জনেরা বিভিন্ন সময় প্রকৃতির বিধান অনুসারে এই জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাদের এই বিদায় অনন্ত জীবনের জন্য স্বাগতম। কেননা মৃত্যুর মধ্যদিয়েই শুরু হয় অনন্ত জীবন। মৃত্যুর মধ্যদিয়ে ঈশ্বর আমাদের তাঁর কাছে ডাকেন। আত্মার মিলনের যে নিরন্তর আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন দেখি দেহত্যাগের মধ্যদিয়ে আমরা তাঁর অসীমতাকে অভিজ্ঞতা করতে সমর্থ হই। আভিলার সাধ্বী তেরেজা ঈশ্বরের সঙ্গে অনন্তকালীন মিলনের আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ আস্থা সহকারে বলেছিলেন, "আমি ঈশ্বরকে দেখতে চাই। তাঁকে দেখার জন্য আমাকে মরতেই হবে"। মৃত্যু হলো আমাদের পার্থিব তীর্থ পথে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও দয়াপূর্ণ জীবনের পরিসমাপ্তি।

কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ১০১৭ নাম্বার অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "আমরা এখন যে দেহ ধারণ করে আছি সেই দেহের প্রকৃত পুনরুত্থানে আমরা বিশ্বাসী, আমরা নশ্বর দেহ কবরে পুতে দেই কিন্তু অবিনশ্বর দেহে বা আধ্যাত্মিক দেহে পুনরুত্থান করি"। আমাদের কোন প্রিয়জন যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন আমরা শোকে ম্রিয়মান হয়ে যাই। সে সময় আমাদের জীবন দায়ী যিশুর এই কথা ভেবে আস্বস্ত হওয়া প্রয়োজন যে, "আমিই পুনরুত্থান, আমি জীবন"। সাধু যোহনের কথা অনুসারে কেউ যদি আমার উপর বিশ্বাস রাখে তাহলে সে মারা গেলেও জীবিত থাকবে। কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার ১০১৪ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী খ্রিস্টমণ্ডলী আমাদের অনুরোধ করে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে। আমরা দূতের বন্দনা প্রার্থনায় ঈশ্বর জননীকে অনুরোধ করে বলি, তিনি যেন আমাদের মৃত্যুকালে প্রার্থনা করেন, এবং ভাল মৃত্যুর প্রতিপালক সাধু যোসেফের কাছে আমাদের উৎসর্গ করতে বলি। আমরা এখন যে স্থানে আছি সেই স্থানই হবে আমাদের চিরকালীন বাসস্থান।

প্রিয়জনেরা মৃত্যু হচ্ছে আমাদের শরীরের শেষ শত্রু। কিন্তু মৃত্যু শেষ কথা নয়। আমরা জানি না আমাদের পরলোকগত প্রিয়জনদের আত্মা কোথায় অবস্থান করছে। নিজেদের কৃতকর্মের জন্য হয়তো বা আমাদের কোন প্রিয়জনের আত্মা মধ্যস্থানে থাকতে পারে। স্বর্গ ও নরকের মধ্যবর্তী স্থানটিকে মধ্যস্থান

(৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মৃত্যু মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক

সিস্টার নীলা কেরকেটা এসসি

আমার এখনও মনে পড়ে মৃত্যু শয্যায় আমার দাদু অত্যন্ত বিনয়ের সাথে আমার মাকে বলেছিলেন বৌমা তুমি তো আমার অনেক সেবা করেছ এবার আমার মেয়েদেরকে সেবা করার সুযোগ দাও! কি করুন ভাবেই না চেয়েছিলেন মায়ের দিকে। জানিনা কতটা কৃতজ্ঞ ছিলেন তিনি সেদিন, অথচ এই মানুষটাই যখন সুস্থ ছিলেন তখন ছিলেন অন্যরকম, আমার মায়ের সেবার মূল্য কতটুকু ছিল সেটা নাইবা লিখলাম। কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য তিনি অতি পরিচিত ছিলেন পাড়া-প্রতিবেশী সবার কাছে। মানুষ কোননা কোন ভাবে ঠিক এমনই আচরণ করে থাকে, আচরণে সচেতনতার অভাব, জীবন মূল্যায়ণের সময় নেই, কৃতজ্ঞতার সাথে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানানোর সময় কম কারণ, আমাদের মনেই থাকেনা যে, মৃত্যু হঠাৎ জীবনকে ঝড়ো হাওয়ার মতো তছনছ করে দিতে পারে।

আমি, আমরা ভুলে থাকি যে, মানুষের জীবনে মৃত্যু এক ধ্রুবসত্য, মৃত্যুকে অস্বীকার করার ক্ষমতা আমাদের কারো নেই। অনেক সময় এই ধারণাও পোষণ করে থাকি আমারতো বয়স কম হাতে অনেক সময় আছে অনেক কিছু করার। অবচেতনে অপেক্ষায় থাকি মৃত্যু থেকে শিক্ষা নেওয়ার জন্য। আমাদের সামনে আমার দাদুর মতো আরও কত মানুষের উদাহরণ রয়েছে যে, মৃত্যুশয্যায় কিছুই করার উপায় থাকেনা হতাশ হওয়া ছাড়া। সময় থাকবে না পুনরায় জীবনে ফিরে পাবার, সময় থাকবে না ভুল শোধরাবার। কি কঠিন অভিজ্ঞতা মৃত্যু! মৃত্যুশয্যায় কতজনকে বলতে শোনা যায়, আমি যদি আরও ভাল মত জীবন যাপন করতাম, আমার প্রতিবেশীদের সাথে যদি ভাল সম্পর্ক রাখতাম, আমার সেই বন্ধুকে যদি ক্ষমা করতাম, যদি ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ না থাকে তবে এ চিন্তাও হয়তোবা নাড়া দেয় যদি ক্ষমা চাইতে পারতাম, ইত্যাদি। আরও কত ভাল ভাল স্বপ্ন পূরণ করার ছিল যেটা করা হয়নি। এই সুন্দর চিন্তাগুলো যদি জীবনকালে সচেতন ভাবে পালন করা হতো! বরং মানুষ উল্টোটাই করে থাকে, প্রতিবেশীর সুখ সমৃদ্ধি দেখে হিংসে করে, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ভাব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, সমাজে শান্তিতে বাস করা দূর্বিষহ হয়ে যায়। তখন মনেই থাকেনা একদিন মরতে হবে এবং ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হবে ভাল যা কিছু করেছি সেসব নিয়ে। জীবন কত, সুন্দর ও মূল্যবান এখনই তো সময় ভাল যা কিছু করার, মিলেমিশে থাকার আনন্দে থাকার, হিংসা-বিদ্বেষ দূর করে শান্তিতে বাস করার। সাধু পল বলেন, রেষারেষি বা অসার অহঙ্কারের বশে কোন কিছুই করোনা তোমরা; বরং নম্র হয়ে একে অন্যকে নিজের চেয়ে ভাল বলেই মনে করো" *(ফিলি. ২;৩)*। কিন্তু বাস্তবতায় মানুষ উল্টোটাই করে থাকে, অন্যদের হীন মনে করে, অপরদিকে অন্যের পদমর্যাদা, প্রতিপত্তি নিয়ে সমালোচনায় ব্যস্ত থাকে। এই তো নভেম্বর মাসের প্রথম দিনে আমরা সকল সাধু-সাধ্বীদের পর্ব পালন করেছি, ঈশ্বর আমাদের সামনে আদর্শ হিসেবে লক্ষ লক্ষ সাধু সাধ্বী রেখেছেন যেন তাদের অনুসরণ করি, তারা যেন আমাদের সৎ পথে চলতে আর্কষণ করেন। সাধু-সাধ্বীরা আমাদের খ্রিস্টীয় আহ্বানের ও অনন্ত জীবনের পথ প্রদর্শক, অথচ মানুষ খুব কমই আকর্ষিত হয় এসব গুণী ব্যক্তিদের জীবনাদর্শে বরং ছুটে মিথ্যা মোহ আর মরীচিকার পেছনে। অনেকেই মনে করেন শেষ বিচার এখনও অনেক দেরী সুতরাং আনন্দ উল্লাসে গা ভাসিয়ে নেই, এটা ভুল ধারণা। কেউ কোনদিন নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারবেনা যে পরের দিন সকাল দেখবে, অথচ কি বড়াই তার জমানো টাকা-পয়সায়, সম্পদ আর প্রতিপত্তির। পবিত্র বাইবেলে এই বিষয়ে সুন্দর উদাহরণ রয়েছে, ঈশ্বর বলেন "ওরে মূর্খ! আজ রাতে যে তোর প্রাণটাকে তোর কাছ থেকে ফেরত চেয়ে নেওয়া হবে! তখন নিজের জন্য যা কিছু রেখেছিস তুই, সেসব কার হাতে গিয়ে পড়বে?" *(লূক ১২;২০)*। এরপরও মানুষ ক্ষণস্থায়ী বিত্ত, প্রতিপত্তি, জৌলুসের পিছনে ছুটে আর ছুটে। যা কিছু সত্য যা কিছু সুন্দর তা মানুষকে আকর্ষিত করে না অথচ মিথ্যা মোহ আর মরীচিকার কি অদ্ভুত আকর্ষন ক্ষমতা! মানুষ ভুলেই যায় যে, মৃত্যু বলে বা জানিয়ে আসবে না, মৃত্যু অতর্কিতেই মানুষের জীবনে আসে। জীবন মৃত্যুর বিষয়ে দালাই লামা বলেন, "মানুষ এমন আচরণ করে থাকে যে, সে কোনদিনই মরবেনা।" চলুন তাহলে আমরা শেষ মুহূর্তের অপেক্ষায় না থেকে ভাল কাজ শুরু করি। প্রতিদিন, প্রতি মুর্হূত অনেক মূল্যবান, ঈশ্বর আমাদের জীবনে তাঁকে ভালবাসার জন্য, তাঁকে অনন্ত জীবনে পাওয়ার জন্য পৃথিবীতে আমাদের সুন্দর সুযোগ দিয়েছেন তাহলে কেন শেষ সময়ের জন্য অপেক্ষা? প্রভু আসবেন তবে কখন সেটা আমরা কেউ বলতে পারিনা, কিন্তু তাঁর বিচারের সামনে দাঁড়ানোর শক্তি যেন পাই। আসুন সেই চির সত্যের লক্ষ্যেই কাজ করে যাই॥ ৯০

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

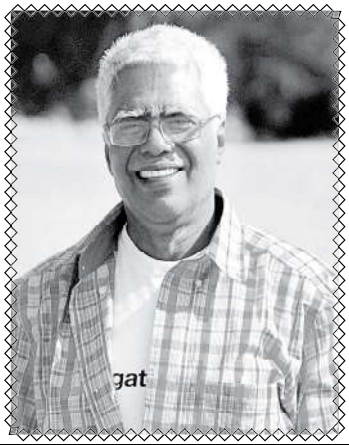

প্রয়াত ডমিনিক রোজারিও
জন্ম : ২১ জানুয়ারি, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ০১ নভেম্বর , ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

আজ থেকে তিন বছর আগে এমনই এক দিনে অনুভব করেছি, এতদিন মাথার উপর বটবৃক্ষের ছায়া হয়ে যে মানুষটি আমাদের আগলে রেখেছিল, আকস্মিকভাবেই তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। বাবার এই হঠাৎ চলে যাওয়া আমাদের পরিবারে সৃষ্টি করেছিল এক বাকরুদ্ধ অবস্থা।

আজ বাবার ৩য় মৃত্যুবার্ষিকী। এই দিনে ঈশ্বরের কাছে আমাদের আকুল প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সবার অন্তরে শক্তি, সাহস এবং মানসিক দৃঢ়তা প্রদান করেন, যার মাধ্যমে আমরা শোকের এই অকূল সমুদ্র পাড়ি দিতে পারি এবং আমরা যেন তোমার অনন্ত জীবনের আনন্দ উপলব্ধি করতে পারি। প্রভু, তুমি আমাদের বাবার আত্মাকে চির শান্তিদান কর। তুমি সদয় হয়ে আমাদের প্রার্থনা গ্রহণ কর। আমেন।

তোমার স্নেহের
স্ত্রী : নমিতা রেবেকা রোজারিও
বড় মেয়ে : অধ্যাপক ডা. রিনি জুলিয়েট রোজারিও
মেঝ মেয়ে : রিয়া লিলিয়ান কস্তা (কানাডা)
ছোট মেয়ে : ডা. রিশা থিওডেরা রোজারিও (কানাডা)

বিজ্ঞ/৩০১/২১

পোপ ফ্রান্সিসের সর্বজনীন পত্র "আমরা সকলে ভাইবোন" (ফ্রাতেল্লী তূত্তি)

দ্বিতীয় অধ্যায় (Chapter 2)
রাজপথে এক আগন্তুক (A stranger on the Road)

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

ঐখানে কালো মেঘরাশিতে ঢাকা রুদ্ধ জগতে এক আগন্তুক, ক্ষতবিক্ষত আর একপাশে নিক্ষিপ্ত হয়ে রাজপথের উপর পড়ে আছে। এমনতর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে, আমরা দু'ধরণের মনোভাব পোষণ করতে পারি: আমরা অন্য পাশ দিয়ে চলে যেতে পারি, অথবা আমরা দয়া-করুণায় তাড়িত হয়ে থামতে পারি। আমরা আহত আগন্তুককে বুকে তুলে নেব না-কি পাশ কাটিয়ে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যাব তা নির্ধারিত হবে আমরা কী ধরণের মানুষ বা কী ধরণের রাজনৈতিক, সামাজিক বা ধর্মীয় আন্দোলনাধীন তা দিয়ে।

পোপ এই আঁধারের মাঝে আলোক রশ্মি হিসেবে আমাদের উদ্দেশে তুলে ধরেছেন দয়ালু বা উত্তম সামারিয়ের উপমা কাহিনীটি *(ফ্রাতূ ৫৬)*। উপমাটি আমাদের নিয়ে যায় অতীতের একটি গোঁড়া প্রশ্নে, "তোমার ভাই কোথায়?" *(আদি ৪:৯)*। ঈশ্বর আমাদের নির্বিকার বা নিরপেক্ষ থাকার যুক্তি হিসেবে কোন রকম নিয়তিবাদ বা অদৃষ্টবাদ অজুহাতের কোন অবকাশই রাখেন না। তৎস্থানে, তিনি আমাদের উৎসাহিত করেন একটি আলাদা কৃষ্টি বিনির্মাণ করতে, এ এমনি এক কৃষ্টি যেখানে আমরা আমাদের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ এবং পারস্পরিক যত্ন নেওয়ার মত বিষয়াদির সমাধান করতে পারব *(ফ্রাতূ ৫৭)* কেননা আমাদের সবার একজনই স্রষ্টা আছেন, যিনি সকলের অধিকারসমূদয়েরও রক্ষক।

আমরা তাড়িত ও আহূত আমাদের হৃদয় প্রসারিত করে বিদেশী-আগন্তুককে আলীঙ্গন করতে। এটি একটি ভ্রাতৃসুলভ প্রেমের আহ্বান যা বাইবেলের প্রাচীনতম পাঠ থেকে নব সন্ধিতে বিস্তৃত করা হয়েছে *(ফ্রাতূ ৬১)*। প্রেম বা ভালবাসা পাত্তাই দেয় না যে আহত-ক্ষতবিক্ষত ভ্রাতা বা ভগ্নি একই স্থান থেকে আগত না-কি অন্য কোন জায়গা থেকে এসেছে। ভালবাসাই চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয় শৃঙ্খল আর বিনির্মাণ করে সেতু; ভালবাসাই আমাদের এক বৃহৎ পরিবার সৃজন করতে সক্ষম করে তোলে, আর সে পরিবারে আমরা সবাই নিরাপদ-স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে পারি। ভালবাসাই ক্ষরায় সহমর্মিতা আর মর্যাদা *(ফ্রাতূ ৬২)*।

উপমাটি "পরিত্যক্ত" পথিক রাস্তার উপর আহত পরে থাকার কথা বলে। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তিই থেমেছিল, সেই লোকটির কাছে গিয়েছিল, আর ব্যক্তিগতভাবে তার সেবা-যত্ন করেছিল; সে তার প্রয়োজন মেটাতে নিজের অর্থ ব্যয় করেছিল; সর্বোপরি সে তাকে তার সময় দিয়েছিল *(ফ্রতূ ৬৩)*।

একটি অসুস্থ সমাজ অপরকে অবজ্ঞা-উপেক্ষা করতে প্রলুব্ধ, এ সমাজ অন্যদের দেখে ভিন্ন দৃষ্টিতে, আর পাশ কাটিয়ে চলে যায় যেন বাস্তবতা সমন্ধে সে অজ্ঞাত। এ সমাজ আপন অনুভূতিতে বা ভাব-প্রবণতায় বিরক্ত হতে চায় না; এ সমাজ অন্যের সমস্যা নিয়ে সময় নষ্ট করতে রাজী নয়। এই মনোভাব বিনির্মিত হয়েছে দুঃখ-কষ্ট-যাতনার প্রতি এক নির্বিকারিতার উপর *(ফ্রাতূ ৬৪)*।

পোপ ফ্রান্সিস আহ্বান করছেন নিজেদের জাতীয় এবং গোটা বিশ্বের নাগরিক হিসেবে আমাদের জীবন আহ্বান পুনঃআবিষ্কার করতে। তিনি আমাদের তলব করেন এক নতুন সামাজিক বন্ধনের নির্মাতা হতে এবং সচেতন হতে যে প্রতিজন আর প্রত্যেক মানুষের অস্তিত্ব একে অপরের সাথে গভীরভাবে বাঁধা: জীবন শুধুমাত্র সময়ই নয় যা বয়ে চলে যায়; জীবন হচ্ছে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্য একটি সময়কাল *(ফ্রাতূ ৬৬)*। আমরা আহূত হয়েছি আমাদের ক্ষতবিক্ষত বিশ্বকে বিনির্মাণ করতে, পুরুষ ও নারীর এমনি একটি সম্প্রদায় গঠন করতে যারা অন্যের বিপদ-ঝুঁকিতে তাদের সাথে অভিন্ন পরিচয় দিবে, যারা বহিষ্কার-বর্জনের সমাজকে প্রত্যাখ্যান করবে, এবং যারা প্রতিবেশী হিসেবে কাজ করবে, গণমঙ্গলবিধায়ক কারণে পতিতদের তুলে ধরবে উপরে আর তাদের পুনর্বাসনও করবে *(ফ্রাতূ ৬৭)*।

যারা রাস্তার পাশে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পরে আছে তাদের অন্তর্ভুক্তিকরণ বা বর্জনের সিদ্ধান্তটিই প্রতিটি অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রকল্পে একটি বিচারিক মানদণ্ড হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে *(ফ্রাতূ ৬৯)*।

উত্তম বা দয়ালু সামারিয়ের গল্পটি অবিরামভাবে পুনারাবৃত্ত হচ্ছে। আমরা তা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই সামাজিক ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা বা জড়ত্ব হিসেবে যা আমাদের বিশ্বের অনেক অংশকে বিরান পার্শ্ব রাস্তায় পরিণত করছে, এমনকি আভ্যন্তরীন এবং আন্তর্জাতিক বিতর্কসকল আর লুটেপুটে নেওয়ার সুযোগ-সুবিধা বহু সংখ্যক প্রান্তিকজনদের রাস্তার পাশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। আজ, আমরা আবার শুরু করতে পারি: পোপ ফ্রান্সিস সমস্যাগ্রস্ত সমাজের নিরাময় আর নবীকরনের জন্য সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে আমাদের আহ্বান করছেন। আমরা অবশ্যই যা ভাল তা লালন পালন করবো এবং আমাদেরকে সেই গণমঙ্গল সেবায় নিবেদিত করবো *(ফ্রাতূ ৭৭)*। আমরা নীচ থেকে বা তৃণমূল থেকে শুরু করতে পারি এবং, একটি ঘটনার পর ঘটে যাওয়া আরেকটি ঘটনায়, সবচেয়ে বেশী মূর্তমান আর স্থানীয় পর্যায়ে কাজ করতে পারি *(ফ্রাতূ ৭৮)*।

প্রতিকূলতা বা প্রতিবন্ধকতাই বৃদ্ধিলাভের জন্য সবিশেষ সুযোগ, তাই কোনভাবেই সরে আসা, কেটে পড়া বা বিষন্ন পদত্যাগের জন্য কোন অজুহাত খুঁজতে নেই। আমরা একটি পরিবার হিসেবে একত্রিত হতে আহূত, যে পরিবার স্বতন্ত্র সদস্য সংখ্যা থেকেও অনেক বেশী শক্তিশালী। কেননা সমগ্র যেমন একটি খণ্ড থেকে বৃহৎ, তেমনি আবার সমূদয় খণ্ডাংশ-সমষ্টি থেকেও একইভাবে বৃহৎ *(ফ্রাতূ ৭৮)*। পুনর্মিলনই আমাদের দিবে নব জীবন আর সকল ভয়–ভীতি থেকে আমাদের সকলকে করবে মুক্ত *(ফ্রাতূ ৭৮)*।

শেষত, যিশু সেই একই প্রশ্নের ধরণটি পাল্টে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র এই জিজ্ঞাসা দিয়ে যে, অপরের "প্রতিবেশী" হওয়ার অর্থ কী! তিনি আমাদের আহ্বান করেন সকলের প্রতিবেশী হতে, এমনকি যারা পড়ে আছে দূর-দূরান্তে *(ফ্রাতূ ৮১)*। আমরা আহূত এক সর্বজনীন ভালবাসা চর্চা করতে যা ঐতিহাসিক কুসংস্কার, কৃষ্টিগত বাঁধা-বিঘ্ন, এবং তুচ্ছ-নগন্য স্বার্থ জয় করতে সক্ষম *(ফ্রাতূ ৮২)*।

এ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ যে ধর্ম শিক্ষাদান এবং বাণী প্রচারই বেঁচে থাকার সামাজিক অর্থ, ভ্রাতৃসুলভ আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ, প্রত্যেক ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য মর্যাদা সম্পর্কে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়, ভালবাসার জন্য আমদের যুক্তিমালা এবং সবাইকে আমাদের ভাইবোন বলে গ্রহণ করা নিয়ে সবচেয়ে বেশী সরাসরি আর স্পষ্টভাবে কথা বলে (ফ্রাতূ ৮৬)। শুধুমাত্র এভাবেই আমরা আঁটসাটভাবে আবদ্ধ বিশ্ব উপরের সকল ঘনকালো মেঘরাশি ঝেঁটিয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে সক্ষম হয়ে উঠব এক মুক্ত বিশ্বকে গর্ভধারণ ও জন্মদান করতে॥ ৯০

মহান মুক্তিযুদ্ধ ও আমরা নয় জন

বীর মুক্তিযোদ্ধা জোনাস গমেজ

আন্দোলন তুঙ্গে আসে মার্চের ৭ তারিখের রেসকোর্স ময়দানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় জ্বালাময়ী বক্তৃতার পর। তারপর আসে ২৫ মার্চের সেই ভয়াল কালরাত্রি। ৭ মার্চের বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ভাষণের পর বাঙালিরা মরণ কামড় দেবার জন্য প্রস্তুত। ২৫ মার্চ রাতে অতর্কিতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরীহ বাঙালি উপর। স্কুল, কলেজ, অফিস-আদালত সব বন্ধ হয়ে যায়। শহর থেকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী অল্পদিনের মধ্যে গ্রাম-গঞ্জে প্রবেশ করে। পশ্চিমে সুতালড়ি, হরিরামপুর ও পূর্ব দিকে জয়পাড়া এবং নবাবগঞ্জ। মাঝখানে আমাদের ছোট গ্রাম সোনাবাজু।

অন্যান্য গ্রামের চেয়ে একটু নিরাপদই ছিল আমাদের সোনাবাজু গ্রামটি। এ কারণে খ্রিস্টান, মুসলমান ও হিন্দু পরিবার আশ্রয় নিয়েছিল সোনাবাজু গ্রামে। মাতৃভূমিকে রক্ষার তাগিদে সাধারণ মানুষের সাথে ছাত্র সমাজও ঝাঁপিয়ে পড়লেন মুক্তিযুদ্ধে। কাউকে না জানিয়ে আমাদের সোনাবাজু গ্রামের চার যুবক রাতের অন্ধকারে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিলো।

যুবকেরা হলো- হেনরী গমেজ, ভিনসেন্ট স্বপন গমেজ, ইউজিন সূর্য ডি'কস্তা ও ফ্রান্সিস বিমল ডি'কস্তা। গ্রামে আশ্রয় নেওয়া পরিবারগুলো দিনের পর দিন বাড়তেই লাগল। ক্যাপ্টেন অবসর প্রাপ্ত আব্দুল হামিদ বাংলাদেশের প্রথম সংসদের একজন সংসদ সদস্য হয়েছিলেন। পরে প্রিন্সিপাল আব্দুল রউফ খান, মোতাহার, নরেশ চৌধুরী এবং ভোলা ডাক্তারসহ অনেক নামীদামী লোকও সদস্য ছিলেন। সময় কিন্তু চলে যাচ্ছে। গুলির আওয়াজ শুনে মাটির সাথে দেহ ও মন দুটোই কেঁপে উঠছে বারে বারে। হঠাৎ করেই সোনাবাজু গ্রাম থেকে আরো পাঁচ যুবক মুক্তি বাহিনীতে চলে আসলো। যুবকেরা হলো- লিওনার্ড সুভাষ ডি'কস্তা, প্যাট্রিক গমেজ, ইউজিন বিনয় ডি'কস্তা, ফেবিয়ান মিলন গমেজ ও আমি জোনাস গমেজ।

আমাদের প্রথম ট্রেনিং ক্যাম্প হলো শিকারীপাড়া তফসিল অফিস। ২৮ দিন সেখানে থাকার পর সন্ধ্যায় আমরা স্থান পরিবর্তন করে গেলাম বোয়ালী হাইস্কুলে। এখানে আসার পর অনেকের সাথে আমরা পেলাম আমাদের গ্রামের সেই চারজন মুক্তিযোদ্ধাদের। এখানে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আনাগোনা তেমন একটা নেই। তাই রাতের অন্ধকারে আবারও আমরা স্থান পরিবর্তন করে চলে গেলাম ঝিটকা হাইস্কুলে। ওখানে আমাদের দখলে রইলো রূপ সোনালী ও আমতলী। কিছুটা পশ্চিমে পদ্মা এবং দক্ষিণে ফেরিঘাট। এখানে কয়েকবারই পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সাথে আমাদের সংঘর্ষ হয়। এখানে থাকাকালীন সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণ মনে রাখার মত।

হেনরীদা এবং আমি ছাড়া বাকি সাতজনই তরুণ, প্রায় সমবয়সী। গড়ে ৭ কেজি ওজনের ৩০৩ রাইফেল আমাদের জন্য ভারীই ছিল, কিন্তু মনে সাহস ছিল অনেক। যুদ্ধের ভয়ভীতির মধ্যে ও মজা হতো এবং আনন্দ ছিল। মরণ ভয় ছিল না তখন। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমাদের গ্রামের বাকী যুবক ভাইয়েরা বিভিন্ন ভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছে এবং ক্যাপ্টেন আব্দুল হালিম আমাদের গ্রামে থেকেই দক্ষিণ-পশ্চিমে (মানিকগঞ্জ) মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেছেন।

আমরা প্রত্যেকে নিজেদের জীবন বাজি রেখে ২নং সেক্টরে সেই বাঁচামরা চর এলাকার অপারেশনটি সফলতার সাথে সমাপ্ত করতে পেরেছিলাম। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সময় মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন কারো কথা ভাবার সুযোগ ছিল না। মাতৃভূমির টানই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল।

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসের ১২ তারিখ। ইছামতি নদীতে তখন ছিল সামান্য পানি। তার উপর ছিল বাঁশের সাঁকো। বাঁশের সেই সাঁকোটি পার হয়েই আমরা সেদিন প্রথম ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগ দেই।

১৭ নভেম্বর আরিচা সংলগ্ন উথুলি হাসপাতালে পাক হানাদার বাহিনীর একটি ক্যাম্পের খবর পেয়ে আমাদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সবাই নিজেদের অস্ত্র পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় গোলাবারুদ গুছিয়ে রাখলাম। বিস্ফোরক দ্রব্য সব ঠিক আছে কিনা তাও দেখলাম। সন্ধ্যার পর একটি সেতু ধ্বংস করার অপারেশনের জন্য প্রস্তুত হলাম। আমাদের সাথে ছিল মহিউদ্দিন ভাই, সতীশদা, লাল ভাইসহ আরো অনেকে। দুপুরে আমরা একসাথে ভাত খেয়ে বিশ্রাম নিলাম, কেননা অপারেশনে যাওয়ার আগে আমাদের জন্য এটি বেশ প্রয়োজনীয়। সন্ধ্যার পর আমরা রওনা হলাম সেতুর দিকে, যা আমরা আগে থেকেই নির্ধারিত করে রেখেছিলাম। সেতুটি ছিল ঢাকা আরিচা মহাসড়কের ধামরাই থানার অন্তর্গত খেয়াডুবি সড়ক সেতু। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর চলাচলের বিঘ্ন ঘটানোর জন্য সেতুটি ধ্বংস করা খুবই জরুরী ছিল। ২নং সেক্টর থেকে আমরা এই সেতু ধ্বংসের নির্দেশ পেয়েছিলাম। আমরা আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করে যথাসময়ে সেতুটি ধ্বংস করতে সক্ষম হলাম।

১৯ নভেম্বর আমরা বাঁচামরা চর এলাকায় আরেকটি অপারেশনে যাই। নদীর উপরে থাকা বাঁশের সাঁকোটি পার হওয়ার সময় আমরা প্রত্যেকে নিজেদের জীবন বাজি রেখে এপার থেকে ওপার যাচ্ছিলাম। সেই সময় হানাদার বাহিনীর কবলে পড়লে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত ছিল। বাঁচামরা চর এলাকার অপারেশনটি আমরা সফলতার সাথে সমাপ্ত করতে পেরেছিলাম। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় শত্রুর মোকাবেলা করতে গিয়ে অনেক ঘটনাই ঘটেছে। তবে একটি ঘটনার কথা আজ উল্লেখ না করে থকতে পারছি না। সময়টা ছিল আগস্ট মাসের শেষের দিক এবং চারিদিকে শুধু পানি আর পানি অর্থাৎ বর্ষাকাল। তখন আমরা রূপসানালী হাই স্কুল প্রাঙ্গণ ক্যাম্পে অবস্থান করে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। আমার সাথে ছিল সহযোদ্ধা নূরুল হক (লেবু), সতীশদা, আব্দুল করিম ও অন্য আর একজন মোট ৪জন। আমরা কুঁড়ে ঘরের ভিতর রাত্রি যাপন করছিলাম। আমাদের অস্ত্রটি তখন সাথেই ছিল। হঠাৎ খচ খচ শব্দ শনে আমরা সবাই চমকে উঠি এবং শত্রুর মোকাবেলার জন্য অস্ত্র হাতে প্রস্তুত হয়ে উঠি। লাইট জ্বালাতেই চোখে পড়লো বড় একটা কচ্ছপ ধীরে ধীরে খড়ের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে, তখন আর করার কি? কচ্ছপটিকে আমরা ধরে ফেলি এবং বুদ্ধি করে একটা ফন্দি আটলাম। এরপর একটা কলাগাছের ভেলা বানিয়ে কচ্ছপটিকে ভেলার নীচে বেঁধে দিয়ে পদ্মা নদীতে ছেড়ে দেই এবং ভেলার উপর ১টা হারিকেন বাতি জ্বালিয়ে রেখে দেই। নদীতে তখন বেশ স্রোত ছিল। আমরা যেখানে অবস্থান করছিলাম তার প্রায় মাইল খানেক পূর্ব দিকে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। তখন ভেলাটি স্রোতের টানে এবং কচ্ছপের সহায়তায় পূর্বদিকে ভেসে চলল এভাবে ৩৫/৫০ মিনিট যাওয়ার পর প্রচণ্ড জোরে একটা আওয়াজ শুনতে পেলাম। বাতিটা দেখে পাকিস্তানী বাহিনী চিৎকার করে বলছে হোল্ড.....। যখন ভেলাটি না থেমে আপন গতিতে ক্রমশ এগিয়ে চলছে তখন উপায় না দেখে হানাদার বহিনী বৃষ্টির মত গুলি ছুঁড়তে লাগলো। আমরা দূর থেকে তা অবলোকন করতে থাকি। চর্তুদিকের মানুষ তখন

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কৃতজ্ঞতা: পবিত্র বাইবেল ও কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মশিক্ষার আলোকে ঐশতাত্ত্বিক অনুধ্যান

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

(পূর্ব প্রকাশের পর)

"চেতনায় কৃতজ্ঞতা" "চেতনায় ভাল-মন্দ" এমনিভাবেই বেড়ে উঠুক আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এবং আমরা বিশ্বাসী ভক্ত-সমাজ; আমরা যাজক-সমাজ সকল পরিসরে ও সকল ক্ষেত্রে হইয়ে উঠি ওদের সামনে জাগ্রত চৈতন্যের নিত্যদিনের বাস্তব ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত; অনুকরণীয় উদাহারণ।

চেতনায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ঈশ্বরকে, মণ্ডলীকে, একে অপরকে

১। ধন্যবাদের প্রার্থনা: ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমষ্টিগত
২। পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করার পর; পাপস্বীকার সাক্রামেন্ত গ্রহণ করার পর
৩। ধন্যবাদের প্রার্থনা অনুষ্ঠান
৪। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞাতা জানিয়ে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ (উদ্দেশ্য দেওয়া)
৫। ভূমির প্রথম ফসল গির্জায় দেওয়া

এবং আরো। তবে সাবধান: আবেলের উপহার ঈশ্বর গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু কাইনেরটা নয়। দুইজনের মনোভাব ও উদ্দেশ্য বিপরীত। আমরা যখন গির্জায় দান দেই তখন যেন সর্বোৎকৃষ্ট দান দেই। বাজে চাউল; পোকা ধরা লাউ, ছেড়া টাকার নোট; নোংরা-ময়লা টাকা তো ঈশ্বর গ্রহণ করবেন না। ঈশ্বরকে বা মানুষকে উপহারদানে আমরা যেন আবেল হই; কাইন যেন না হই।

কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ মাতা মণ্ডলীর প্রতি মণ্ডলীতে সেবাদান করে। প্রতিভা ব্যবহার করে, সম্পদ দান করে। কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ পরস্পর পরস্পরের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতায়: এর প্রকাশ এই তথ্যপ্রযুক্তির যুগে

১। মুখের ভাষায় মন জয়, অন্তর জয়: ধন্যবাদ।
২। কোন কাজের পরিকল্পনায় অন্যকেও অন্তর্ভূক্ত করা; তাকেও মূল্য দেওয়া।
৩। মনোযোগ সহকারে কারো কথা শ্রবণ; সবার, মাত্র বাছাই করা কারো কথা শ্রবণ নয়।
৪। একসঙ্গে আহার
৫। হঠাৎ একটা ভিজিট বা ভ্রাতৃ/বন্ধু (দর্শন sudden visit)
৬। ই মেইল বা এসএমএস পাঠানো
৭। ভাল রান্না করেছে, তাই বাবুর্চিকে ধন্যবাদ
৮। কল্ করে একটু খোঁজখবর নেওয়া
৯। স্বীকৃতি দেওয়া, প্রশংসা ও উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলা/লিখা
১০। উপহার দেওয়া: কিছু করে দেওয়া; জমি পরিষ্কার করে দেওয়া
১১। সম্পর্ক সুন্দর রাখা, সাবলীল রাখা
১২। আবাদের সময় বা ফসল ঘরে এনে প্রতিবেশীকে নিমন্ত্রণ করে একসঙ্গে আহার। এবং আরো

এসো ভাই এসো বোন সেবা করে যাই
একে অপরকে ধন্যবাদ জানাই।
সবাই সবার আশীর্বাদ।
কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ, হে প্রভু, তোমায় ধন্যবাদ।

পরিবারে সন্তানদের গঠনের একটি ধারা হবে সন্তানদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার গঠন দান করা।

বি:দ্র: লেখাটি রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের পালকীয় কর্মশালায় উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল। বিষয়বস্তুটি ব্যাপক আকারে যেন সম্প্রচারিত হয় এবং এর মধ্য দিয়ে কৃতজ্ঞা/ধন্যবাদের চেতনা যেন জাগ্রত হয়, এর জন্যেই Print Media 'প্রতিবেশী'র আশ্রয় নেওয়া। শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহোদয়ের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা॥ (সমাপ্ত)

MATHBARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

এমসিসিসিইউএল/০৪৩/২০২১-২০২২ তারিখ : ২২/১০/২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর সকল সদস্য-সদস্যা ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ক্রেডিট ইউনিয়নের অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটির ১৬/১০/২০২১ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী **০৭/০১/২০২২ খ্রিস্টাব্দ** রোজ শুক্রবার সকাল ৮:৩০ মিনিট হতে বিকাল ৪:৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর **বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচন** ক্রেডিট ইউনিয়নের কার্যালয় জুবিলী ভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত নির্বাচনে ক্রেডিট ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যান ১ (এক) জন, ভাইস-চেয়ারম্যান ১ (এক) জন, সেক্রেটারি ১ (এক) জন, ট্রেজারার ১ (এক) জন, ডিরেক্টর ৮ (আট) জন ও ঋণদান পরিষদের চেয়ারম্যান ১ (এক) জন, সেক্রেটারি ১ (এক) জন, সদস্য ৩ (তিন) জন এবং পর্যবেক্ষণ পরিষদের চেয়ারম্যান ১ (এক) জন, সেক্রেটারি ১ (এক) জন, সদস্য ৩ (তিন) জন ক্রেডিট ইউনিয়নের সদস্যদের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন।

উক্ত বিশেষ সাধারণ সভা ও নির্বাচনে অংশগ্রহণসহ সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য সকল সদস্য-সদস্যাগণকে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্য সূচী:

১. ব্যবস্থাপনা কমিটি, ঋণদান পরিষদ এবং পর্যবেক্ষণ পরিষদের নির্বাচন।

সংযুক্ত : উক্ত নির্বাচনের জন্য প্রণীত খসড়া ভোটার তালিকা এদতসংগে প্রকাশ করা হলো। অত্র খসড়া ভোটার তালিকার বিষয়ে কারও কোন প্রকার আপত্তি থাকলে তা প্রকাশের তারিখ হতে ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটিকে লিখিতভাবে জানতে হবে। অন্যথায় অত্র খসড়া ভোটার তালিকাকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

22/10/2022

মির্জা ফারজানা শারমিন
সভাপতি
অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি
মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

অনুলিপি:
সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:
১. সকল সদস্য/সদস্যা মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি:;
২. জেলা সমবায় কর্মকর্তা, গাজীপুর;
৩. উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর;
৪. নোটিশ বোর্ড;
৫. রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগ ২৪/১০/২১ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ;
৬. সাপ্তাহিক প্রতিবেশী ৩১/১০/২১ তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত।

বিজ্ঞ/২৬৮/২১

সময়

সাগর জে তপ্ন

ছোট্ট মেয়ে সূপ্রসি'কে নিয়ে মা-বাবা পাখিদের দোকানে যান কথাবলা পাখি কিনতে। দোকানে সবচেয়ে যে ময়না পাখি সুন্দর করে কথা বলে তাকে দাম দিয়েই সূপ্রসি'র জন্য কিনে দিলেন তারা। কথা বলা ময়না পাখি পেয়ে সূপ্রসি আনন্দে অন্য সব কিছু যেন ভুলে গেল। বাড়িতে আসার পর থেকে সূপ্রসি খাবার খাওয়ার কথাও যেন ভুলে গেল পাখিটাকে পেয়ে। মা-বাবাও মনে হয় এতো দিনে প্রশান্তি পেলেন এ জন্য যে অন্তত সারাদিনটা তাদের মেয়ের আর একাকি কাটবে না। সারাদিন দু'জনেই অফিসে থাকেন। সকাল সাতটা-আটটার মধ্যেই তারা বাড়ি ছাড়েন আর বাড়ি ফিরেন সন্ধ্যা পাঁচটার দিকে। স্কুলে যাওয়ার বয়স না হওয়ায় সূপ্রসিকে স্কুলে ভর্তি করা হয়নি। কাজের বুয়া আছে। তবে সে শুধু মাত্র রান্না-বান্না করে আর সারাদিন টিভি নিয়ে ব্যস্ত থাকে । সূপ্রসি'র দরকার ছাড়া তার কাছে খুব একটা তেমন ভিড়ে না। সারাদিন ছোট্ট মেয়েটাকে একাই কাটাতে হয় তার পুতুলদের সাথে। মেয়ে সূপ্রসি'র ভবিষ্যতের জন্য মা-বাবা দুজনেই টাকা সঞ্চয়ের জন্য ব্যস্ত। কয়েকদিন সূপ্রসি'র বেশ কেটে গেল ময়না পাখির সাথে। ইতোমধ্যে পাখিটির সাথে তার বেশ ভাব হয়ে গেছে।

একদিন সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে মা-বাবা দেখে তাদের মেয়ে বসে কাঁদছে। মা মেয়েকে কোলে তুলে আদর করতে লাগলেন। মায়ের কোলে উঠে চোখ মুছে খাঁচার পাখিটির দিকে আঙ্গুল দেখায় সূপ্রসি। খাঁচার ভিতরে কথা বলা ময়না পাখিটির নিথর দেহ। বাবা মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, 'তোমার জন্য আরেকটি ভাল কথা বলা পাখি কিনে দিবো। লক্ষ্মী সোনা, এখন তুমি আর কেঁদো না।' বাড়ির পাশে নিথর পাখিটিকে কবর দেওয়া হয়। কবরের পাশে সূপ্রসি'কে দিয়ে মোমবাতি জ্বালান তার মা-বাবা। রাতের খাবার খেয়েই পাখিটির জন্য কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়ে সূপ্রসি। কোল থেকে নামিয়ে তার ছোট বিছানায় তাকে শুয়ে মা-বাবা তাদের শোয়ার ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। 'ছুটির দিন' ঘুমটা মনে হয় একটু বেশী ছিল। বাইরে বুয়ার চিৎকার ও কান্নাকাটির শব্দে তড়িঘড়ি করে বাইরে বের হন তারা। বুয়া কান্না না থামিয়েই আঙ্গুলের নির্দেশে যেখানে কথা বলা ময়না পাখিকে কবর দেওয়া হয়েছিল সেখানটা দেখায়। বাবা সেদিকে দৌড়ে গিয়েই হাঁটু গেড়ে বসে পড়েন। গিয়ে যা দেখেন তাতে বাকরুদ্ধ হয়ে যান। কবরে ওপরে তাদের চির-বাকরুদ্ধ মেয়ের দেহ।

[**শিক্ষা:** একটি আদর্শ পরিবারই হলো একটি সুখি পরিবার। সন্তানদের প্রতি যত্ন ও ভালবাসা এবং পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি গড়ে দেয় পারিবারিক বন্ধন। অভিবাবকদের মনে রাখতে হবে সন্তানকে সময় দিলে, সন্তান আপনাদের আজীবন সময় দিবে] ॥

মাসি

পদ্মা সরদার

মায়ের চেয়ে মাসির দরদ,বলতো লোকে জানি
তখনও বুঝিনি এর মূল্য কতো খানি
এখন জানি এবং মানি
এতো ছোটো হৃদপিন্ডটায় জায়গা কতো খানি।
আদর মাখা উষ্মতায়
মাসি যে মোর মাথার মনি
আর যা কিছু যাক না দূরে চাই না কোন ধন
তুই আমার কাছের মানুষ, সবচেয়ে আপনজন।

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

মালিতে বন্দীদশায় থাকতে বিশ্বাসই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে

- সিস্টার নারভেজ

ইসলামি জঙ্গিদের হাতে অপহরণের প্রায় পাঁচ বছর পর ৮ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দে মালিতে মুক্তি পাওয়া একজন কলম্বিয়ান মিশনারী বলেন, বিশ্বাস ও প্রার্থনাই আমাকে অগ্নিপরীক্ষা থেকে বাঁচিয়েছে। ফ্রান্সিসকান সিস্টারস্ অফ মেরী ইম্মাকুলেট ধর্মসংঘের সিস্টার গ্লোরিয়া সিসিলিয়া নারভেজ আরগোতি ফেব্রুয়ারি ৭, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে অপহৃত হন এবং সম্প্রতি ৯ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ মুক্ত হন ভাতিকান ও কলম্বিয়ান বিশপদের আলোচনা ও মধ্যস্থতার মধ্যদিয়ে। পরেরদিনই সিস্টার নারভেজ রোমে যান এবং জনগণের সাথে পোপ মহোদয়ের সাধারণ সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। ভাতিকান নিউজকে তিনি তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন এবং ঈশ্বর ও মণ্ডলীকে বিশেষভাবে পোপ ফ্রান্সিস ও ইতালিয়ান কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেন যারা তার মুক্তি নিশ্চিত করেন। সিস্টারের বন্দীদশায় কলম্বিয়ান চার্চ ও তার সংঘের সিস্টারগণ আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অবিরত প্রার্থনা করতে থাকেন।

অপহরণকারীদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন: সিস্টার নারভেজ জানান, অপহরণকারীদের সাথে তার একটি সুন্দর মানবীয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল যেখানে পারস্পারিক শ্রদ্ধা ছিল যদিও তিনি তার ধর্মীয় অবস্থান ও কাথলিক বিশ্বাসের কারণে অপহরণকারীদের কাছে আগন্তুক হিসেবে বিবেচিত ছিলেন। অপহরণকারীরা বার বার বলতো যে ইসলাম হলো সত্য ধর্ম। আমি তাদেরকে সম্মানের সাথে কথা বলতে দিয়েছিলাম; কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম যে কাথলিক ও সিস্টার হওয়ায় তারা আমাকে প্রত্যাখান করছে।

সর্বদা ঈশ্বরে আস্থা রাখো: সিস্টার নারভেজ বলেন, আমি আমার জীবন নিয়ে ভীত নই, কেননা ঈশ্বরে আমার আস্থা আছে। আমি নিজেকে বলছিলাম: কি হবে, তারপর কি হবে। তিনি জানান, প্রার্থনা এবং সামসঙ্গীত আবৃত্তি তাকে নিরাপদ অনুভব করতে অনেক সহায়তা করেছে। তাই মুক্ত হবার পর তার প্রথম চিন্তা হলো কখন তিনি হৃদয় মন উজাড় করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে পারবেন।

সর্বদা দরিদ্র ও ভঙ্গুর মানুষের পাশে কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ও সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মানবিক প্রয়োজন মিটানোর সহায়তা দানের জন্যই কারিতাসের সূচনা হয়। যখন পোপ দ্বাদশ পিউস ১২ ডিসেম্বর, ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে তা প্রতিষ্ঠা করেন তখন কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের মূল লক্ষ্য ছিল তা দেশের কারিতাস অর্গানাইজেশনসমূহের কনফেডারেশন হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৩টি থেকে বর্তমানে ১৬২টিতে পরিণত হয়েছে। ৭০ বছরের এই পথ পরিক্রমায় কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের কাজের কর্মপরিধি যেমন বেড়েছে তেমনি বিভিন্ন ক্ষেত্রেও তা সহায়তা বৃদ্ধি করেছে। তবে এর কেন্দ্রীয় মূল্যবোধ আদিতে যা ছিল এখনও তা - দয়াপূর্ণ ভালবাসার সাক্ষ্যদান। বিশেষভাবে যারা অতি দুর্বল ও ভঙ্গুর তাদেরকে ঈশ্বরের দয়াপূর্ণ ভালবাসার অভিজ্ঞতা পেতে সহায়তা করা। ১২ ডিসেম্বর কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজ তাদের প্রতিষ্ঠার ৭০ তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে। মণ্ডলীর যত্নশীল ও ভালবাসার হাত হিসেবে কারিতাস কাজ করে চলেছে। মানুষকে ভালবাসতে ও তাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে সমাজের দরিদ্র ও প্রান্তিকজনদের উন্নয়নে কারিতাস কাজ করছে। বিগত ৭০ বছর যাবৎ মানব মর্যাদা, মৌলিক অধিকারসমূহ ও সামাজিক ন্যায্যতা রক্ষা ও বৃদ্ধি করতে কারিতাস কাজ করে চলেছে। কারিতাসের কাজের প্রাণ হলো দরিদ্ররা। ভালবাসার এ কাজ করতে গিয়ে কারিতাসকে অনেক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ থেকে মানবীয় কাজের ধরণ পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রকৃতিগত ও মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি আমরা। রাজনৈতিক বিভেদ, যুদ্ধ এবং ধর্মীয় দ্বন্দ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে মিশে গিয়ে শরণার্থী সংখ্যা ও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা ও সমস্যা বৃদ্ধি করছে। অসমতা ও নতুন ধরণের দারিদ্র ও ভঙ্গুরতা নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে কারিতাস ইন্টারন্যাশনালিজের জন্য॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

"পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা অধ্যায়নরত"

তুমি নিমন্ত্রিত। তুমি কি একজন অবলেট সন্ন্যাস-ব্রতী যাজক বা ব্রাদার হতে চাও?
তুমি কি অবলেট হয়ে জনগণ তথা ঈশ্বরের জন্য কাজ করতে চাও?
তুমি কি এসএসসি, এইচএসসি কিংবা ডিগ্রী পর্যায়ে পড়াশুনা করছো?

যদি তুমি হ্যাঁ বল..... তবে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ কর।
- তোমার ব্যক্তিগত কোন সম্পদ থাকবে না কিন্তু তোমার জীবন ভরে উঠবে অমূল্য সম্পদে।
- তোমার নিজের বলে কোন সময় থাকবে না, কিন্তু তোমার জীবন হবে পূর্ণ।
- ব্রতজীবন একটি আহ্বান, একটি চ্যালেঞ্জ, একটি নিমন্ত্রণ, আরও অর্থপূর্ণ জীবনের জন্য, দীন-দরিদ্রের মাঝে সুখবর প্রচারের জন্য।

বাংলাদেশ অবলেট সম্প্রদায়ের ফাদারগণ প্রতি বছরের মতো এই বছরও পোষ্ট এইচএসসি, ডিগ্রী বা অনার্স পর্যায়ে যারা পড়াশুনা করছে, তাদের জন্য **"এসো, দেখে যাও"**এর প্রোগ্রাম আয়োজন করতে যাচ্ছে, যে সকল যুবক ভাইয়েরা ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিতে চায়, দয়া করে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। প্রার্থীকে আসার সময় স্থানীয় পাল-পুরোহিতের চিঠি নিয়ে আসতে হবে।

সময় : ২৯ নভেম্বর হতে ৩ ডিসেম্বর ২০২১
আগমন : ২৯ নভেম্বর সোমবার, বিকাল ৫ টার মধ্যে
স্থান : অবলেট জুনিওরেট, ২৪/এ, আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

প্রয়োজনীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা

আহ্বান পরিচালক ফাদার পিন্টু কস্তা, ওএমআই মো: ০১৮৪৮-১৫৬৬৭০ ০১৭৪২২৪৯২৪২	ফাদার জনি ফিনি, ওএমআই পরিচালক (অবলেট সেমিনারী) মো: ০১৭৪১-৮১৬৪৩২	ফাদার রূপক রোজারিও, ওএমআই ০১৭৭২-৫৬৩৮৩০ ফাদার সুবাস কস্তা, ওএমআই মো: ০১৭১৫০৩৮৮০৬	ফাদার সুবাস গমেজ, ওএমআই সুপিরিওর, ডি' মাজেনড স্কলাসটিকেট মো:০১৭১৬৫৮৬৪১৪ ফাদার সাগর রোজারিও ওএমআই মো:০১৭৮৮৮৮৮৯০৯

বিজ্ঞ/৩০০/২১

বরিশাল ডাইওসিসে বেদীর সেবক-সেবিকাদের সম্মেলন

এন্টনি সৈকত গাইন ▯ "এই সম্মেলনে এসে একজন বেদীর সেবকের পূর্ণ দায়িত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করলাম। এজন্য সেমিনারের সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ"। এমনই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে গত ১৪-১৬ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ বরিশাল ডাইওসিসের সকল ধর্মপল্লীর বেদীর সেবক-সেবিকাদের নিয়ে বরিশাল বিশপ ভবনে অনুষ্ঠিত একটি প্রশিক্ষণ ও সেমিনারে ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লী থেকে আগত অংশগ্রহণকারী ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রী পর্ণা সরকার। বরিশাল ডাইওসিসের উপাসনা বিষয়ক কমিশন কর্তৃক আয়োজিত এই প্রশিক্ষণ ও সেমিনারটির মূলসুর ছিল "বেদীর সেবা কাজে নিবেদিত জীবন"। ১৪ তারিখ সন্ধ্যায় সেমিনারটির উদ্বোধন করেন বরিশাল ডাইওসিসের প্রৈরিত্রিক প্রশাসক প্রতিনিধি ফাদার লাজারুস গোমেজ।

প্রশিক্ষণে উপাসনায় সেবকদের করণীয় এবং শিশু নৈতিকতা ও মূল্যবোধ দু'টি বিষয়ে সহভাগিতা করেন ফাদার লরেন্স লেকাভালী গমেজ। এছাড়াও উপাসনায় সেবক-সেবিকাদের দায়িত্ব কর্তব্য বিষয়ে সিস্টার মমতা পালমা, এলএইচসি; ধর্মীয় জীবনাহ্বান বিষয়ে সিস্টার ক্লারা কস্তা এলএইচসি সহভাগিতা করেন। বিষয়ভিত্তিক সহভাগিতার পাশাপাশি সিস্টার হানিমা ত্রিপুরার নেতৃত্বে শিশুদের গান শিক্ষার বিষয়টি ছিল বেশ আকর্ষণীয়।

সেবক-সেবিকাদের উদ্দেশে সমাপনী খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার লাজারুস কানু গোমেজ। রাতে অংশগ্রহণকারীদের পরিচালনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে প্রশিক্ষণ ও সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে। সেমিনারে ১০২ জন সেবক-সেবিকাসহ মোট ১২৬ জন অংশগ্রহণ করেন॥

মুক্তিদাতা হাই স্কুলে শিক্ষক দিবস পালন

ব্রাদার রঞ্জন পিউরীফিকেশন ▯ বিগত ৬ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত মুক্তিদাতা হাই স্কুলে গত বছরের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভির্যতায় শিক্ষকদের সম্মানার্থে বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন করা হয়। এই বছর বিশ্ব শিক্ষক দিবস-এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল "শিক্ষা ব্যবস্থা পুনরুদ্ধারের কেন্দ্রবিন্দুতে শিক্ষকগণ"। প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর উপস্থাপনা প্রদান করেন প্রধান অতিথি অত্র প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি ফাদার ইম্মানুয়েল কানন রোজারিও। তিনি তার বক্তব্যে বলেন, শিক্ষকতা পেশা একটি মহৎ পেশা এবং আমি মনে করি পৃথিবীর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ পেশা। কারণ একজন সত্যিকারের আদর্শবান ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ হওয়ার পেছনে শিক্ষকের ভূমিকা অতুলনীয়। তিনিই জানেন একজন শিক্ষার্থীকে কিভাবে গঠন দিতে হবে কারণ একজন শিক্ষকই মাত্র মানুষ গড়ার কারিগর। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ব্রাদার প্লাসিড রিবেরু সিএসসি। তিনি বক্তব্যে বলেন, বর্তমান পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও মজবুদ করার জন্য শিক্ষকদের ভূমিকা অনেক। এ ছাড়াও দিবসকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের কার্যক্রমের মধ্যে ছিল শিক্ষার্থীসহ শিক্ষকদের র‍্যালীতে অংশ গ্রহণ, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি সহ শিক্ষকদের ব্যাচ ও পুষ্পস্তবক জ্ঞাপনের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন, উপহার প্রদান, মানপত্র পাঠ, এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার লূক রঞ্জন পিউরিফিকেশন সিএসসি। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিক্ষক বিনয় দাস সকলকে উষ্ণ শুভেচ্ছা জানিয়ে শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন। পরিশেষে প্রধান শিক্ষক সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

এশিয়ার ক্যাথলিক মেডিকেল কংগ্রেসে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ

ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা ▯ গত ১৬-১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে এশিয়ান ফেডারেশন অব ক্যাথলিক মেডিকেল এসোসিয়েশন (এএফসিএমএ)- এর ১৭তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সময় সকাল ৬ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে কংগ্রেসের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন কুয়ালালামপুরের আর্চবিশপ জুলিয়ান লিউ। এবারের কংগ্রেসের মূলসুর ছিল, 'Building Bridges Through

সম্মিলনী বাংলাদেশ (সিবিসিবি)-এর সাধারণ সম্পাদক, স্বাস্থ্য সেবা সম্পর্কিত জাতীয় এপিসকপাল কমিশনের চেয়ারম্যান, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ ও এবিসিডি'র অধ্যাত্মিক্ উপদেষ্টা বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি এবং এবিসিডি-র চ্যাপলেইন ড. ফাদার লিন্টু ফ্রান্সিস ডি' কস্তা কংগ্রেসে অংশগ্রহণ করেন।

Healing And Spirituality'। করোনা মহামারি সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের কারণে এটি প্রথমবারের মত অনলাইনে ভার্চুয়ালি সম্পন্ন করা হয়। এতে ৩ মহাদেশসহ এশিয়ার ১৫ টি দেশের প্রায় ২৫৩ জন কাথলিক চিকিৎসক, মেডিকেল শিক্ষার্থীগণ এবং সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর স্বাস্থ্যসেবা খাতের সাথে জড়িত সম্মানিত বিশপ ও আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা যাজকগণ অংশগ্রহণ করেন। বাংলাদেশ থেকে এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কাথলিক ডক্টরস (এবিসিডি)-এর পক্ষ থেকে ৬ জন চিকিৎসক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে একজন অবসরপ্রাপ্ত নার্স অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও কাথলিক বিশপ

চারদিনব্যাপী কংগ্রেসে এশিয়ার ১৫টি দেশ ও রোমের প্রতিনিধিত্বকারী বক্তাগণ চিকিৎসকদের পেশা ও দায়িত্বের সাথে কাথলিক খ্রিস্টীয় ধর্ম বিশ্বাসের সম্পর্ক ও প্রভাবের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। বক্তাদের উত্থাপিত ও আলোচিত বিষয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল- প্যালিয়েটিভ মেডিসিন, স্বেচ্ছামৃত্যু, মাদকাসক্তির চিকিৎসাগত ও আধ্যাত্মিক দিক, কাথলিক গির্জা কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত পরিবার পরিকল্পনার পদ্ধতি, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্র প্রত্যাহার সংক্রান্ত গবেষণা/কেস স্টাডি পেপার উপস্থাপনা ইত্যাদি। কংগ্রেসের শেষ দিন অর্থাৎ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ১৪টি অংশগ্রহণকারী দেশের নির্দিষ্ট প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ দেশের কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করেন। বাংলাদেশে এবিসিডি-র কার্যক্রম সম্পর্কে রিপোর্ট পেশ করেন এবিসিডি-র সাধারণ সম্পাদক ডা. নেলসন ফ্রান্সিস পালমা।

এখানে উল্লেখ্য যে, এএফসিএমএ হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব কাথলিক মেডিকেল এসোসিয়েশন (এফআইএএমসি)-এর আওতাধীন চারটি আঞ্চলিক মহাদেশীয় সংগঠনের মধ্যে অন্যতম। অন্য তিনটি হচ্ছে আমেরিকা, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশীয় সংগঠন।

১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, এফসিএমএ -এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পরবর্তী কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন (২০২১-২০২৪), আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা এবং ১৮তম কংগ্রেস আয়োজনকারী দেশের নাম নির্বাচন করা হয়। নতুন কার্যকরী পরিষদে ডা. সিজি্উকি কানু (জাপান) প্রেসিডেন্ট, ডা. মাসিমিচি গতো (জাপান) সেক্রেটারী জেনারেলসহ মিশন কমিটি -এর ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হন এবিসিডি-র সভাপতি ডা. এডুয়ার্ড পলব রোজারিও। ২০২৪ সালে পরবর্তী ১৮তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হবে দক্ষিণ কোরিয়াতে॥

চালাবন ডন বস্কো যুব সংঘের আয়োজনে সাধু কার্লো স্মৃতি ইনডোর টুর্নামেন্ট -২০২১ খ্রিস্টাব্দ

তন্ময় গমেজ : ডন বস্কো কাথলিক মিশন, চালাবন এর সকল সদস্য-সদস্যাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ দৃঢ় করার লক্ষ্যে গত সেপ্টেম্বর মাসে চালাবন ডন বস্কো যুব সংঘ দ্বিতীয় বারের মতোন "সাধু কার্লো স্মৃতি ইনডোর টুর্নামেন্ট" আয়োজন করে। উক্ত টুর্নামেন্টে মোট ৬টি ইনডোর গেম ছিলো। সর্বমোট ৬০ জন খেলোয়াড় অংশগ্রহণ করেন। দীর্ঘ ১ মাস যাবৎ টুর্নামেন্টটি পরিচালিত হয় এবং পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন যুব সংঘের ক্যাবিনেট সদস্য সুস্ময় গমেজ ও তার সহযোগী হিসেবে ছিলেন উপ-ক্রীড়া সম্পাদক রিকি বিশ্বাস। টুর্নামেন্ট শেষে ১৭ অক্টোবর মিশন প্রাঙ্গণে টুর্নামেন্টের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ফাদার ফ্রান্সিস আলেনচেরী এসডিবি এবং যুব সংঘের সাবেক সভাপতি চঞ্চল রোজারিও। পুরস্কার বিতরণী শেষে যুব সংঘের বর্তমান সভাপতি তন্ময় গমেজ সকলকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সুন্দরভাবে টুর্নামেন্টটি আয়োজন করতে সহযোগিতার জন্য॥

উত্তর বারমারিতে সাধ্বী কান্ডিদার নামে গির্জা উদ্বোধন

সেন্টু লরেন্স বিশ্বাস এসডিবি ⊡ বিগত ১৩ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ রোজ বুধবার মারীয়া আমাদের সহায়, উৎরাইল ধর্মপল্লীর অন্তর্গত উত্তর বারমারি গ্রামে সাধ্বী কান্ডিদার নামে গির্জা উদ্বোধন করা হয়। এই উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি। শুরুতে বিশপকে পা ধুয়ে ও ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করা হয়। খ্রিস্টযাগের শুরুতে বিশপ মহোদয় লাল ফিতা কাটার মধ্যদিয়ে গির্জাঘরে প্রবেশ করেন ও

পবিত্র জল সিঞ্চনের মধ্যদিয়ে গির্জা আশীর্বাদ করেন। খ্রিস্টযাগে তাকে সহযোগিতা করেন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত যোসেফ কস্মা এসডিবি ও ডন বস্কো সেমিনারীর পরিচালক ফাদার পাওয়েল কোচিওলেক এসডিবি ও ডন বস্কো কলেজের পরিচালক ফাদার সেবাষ্টিয়ান ঠেকেল এসডিবি। এছাড়াও উক্ত খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন পাঁচ জন সিস্টার, চার জন ব্রাদার ও শতাধিক খ্রিস্টভক্ত।

বিশপ মহোদয় তার উপদেশে বলেন, ঈশ্বর তার সন্তানদের যত্ন নেবার জন্য সাধ্বী কান্ডিদার প্রতিষ্ঠিত "যিশুর কন্যা" সম্প্রদায়ের মধ্যদিয়ে দীন-দরিদ্র মানুষের জন্য বিশেষভাবে যুবতীদের মাঝে কাজ করে যাচ্ছেন। অতঃপর পাল-পুরোহিত গির্জা নির্মাণে যারা সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সবশেষে দুপুরের আহার গ্রহণের মধ্যদিয়ে গির্জা উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষ হয়॥

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদ্‌যাপন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সুকুমার এস কস্তা ▯ গত ১৩ অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ কারিতাস সিলেট অঞ্চলের পরিবার ও সমাজ ভিত্তিক বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি প্রকল্প-২ সকাল ৯ ঘটিকায় হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলার ১৪নং মুরাদপুর ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে এবং কারিতাস সিলেট অঞ্চল কর্তৃক ইউনিয়নে বাস্তবায়িত পরিবার ও সমাজ ভিত্তিক বন্যার পূর্ব প্রস্তুতি প্রকল্প-২ এর সহযোতিায় বিথঙ্গল পুরাতন বাজার সংলগ্ন মাঠে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদ্‌যাপন ২০২১। এর প্রতিপাদ্য বিষয়টি হচ্ছে ''মুজিববর্ষের প্রতিশ্রুতি, জোরদার করি দুর্যোগ প্রস্তুতি"। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মো: মোতাহের মিয়া তালুকদার। অনুষ্ঠানের শুরুতে ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, টাস্কফোর্স সদস্য, ক্লাষ্টার পর্যায়ের সদস্য এবং এলাকার সাধারণ জনগণের উপস্থিতির মাধ্যমে একটি র‍্যালী করা হয়। ২য় পর্যায়ে দিবসটির প্রতিপাদ্যের উপর আলোচনা সভা করা হয়। সভাতে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থা কমিটির সভাপতি, ইউপি সদস্য মোছা: সাহানা আক্তার, ৮ নং ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো: মন্তাজ মিয়া। মো: রুহুল আমীন চৌধুরী বলেন, আমরা বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলা করে টিকে আছি। আমাদের সচেতনতা আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন এনজিওরা কাজ করছে। তাদের সহযোগিতা করে নিজেরা সচেতন হবো এবং অন্যদেরকে সচেতন করবো। কারিতাস সিলেট অঞ্চলের পক্ষে দিবসটির প্রতিপাদ্য ও তাৎপর্যের উপর আলোচনা করেন সুকুমার এস কস্তা কমিউনিটি অর্গানাইজার ১৪নং মুরাপুর ইউনিয়ন। তিনি বলেন, আমাদের মাঠ পর্যায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। আলোচনা সভার মাঝে মাঝে ইউনিয়নের বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, টাস্কফোর্স সদস্য, ক্লাষ্টার পর্যায়ের সদস্য এবং এলাকার সাধারণ জনগণ পানি থেকে উদ্ধার করার কৌশল, পানি বিশুদ্ধ করার কৌশল, হাত ধোয়ার কৌশল, প্রাথমিক প্রতিবিধান ও উদ্ধারের কৌশল, করোনা টিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও টিকা গ্রহণের রেজিষ্ট্রেশন করার কৌশল, স্বাস্থ্যবিধি করোনাকালীন সময়ে ও সাধারণ সময়ে পালনের কৌশল জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহড়া এবং ছোট নাটিকা উপস্থাপন করা হয়। পরিশেষে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো: মোতাহের মিয়া তালুকদারের ধন্যবাদ বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে বৃক্ষরোপণ ও আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর মৃত্যুবার্ষিকী পালন

মিঠুন এক্কা ▯ বিগত ১ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, হাসনাবাদ ধর্মপল্লীতে আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস উপলক্ষে অত্যন্ত জাঁকজমক সহকারে বৃক্ষরোপণ করা হয়। এই সময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই ও ধর্মপল্লীর প্যারিস কাউন্সিলের সদস্য-সদস্যাগণ। একই দিনে বিকেলে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর ৪৪তম মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়। খ্রিস্টযাগের শুরুতে থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর নিজ গৃহালয় থেকে জপমালা প্রার্থনার মাধ্যমে আর্চবিশপ, ফাদারগণ, সিস্টারগণ ও খ্রিস্টভক্তগণ শোভাযাত্রা করে সবাই গির্জায় প্রবেশ করেন। আঠারোগ্রামের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত খ্রিস্টভক্তগণও তার মৃত্যুবার্ষিকীতে উপাসনালয়ে যোগদান করেন। খ্রিস্টযাগে পৌরিহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ ওএমআই। উপদেশে বিশপ মহোদয় ঈশ্বরের সেবক অমল গাঙ্গুলীর জীবনাদর্শ তুলে ধরেন। খ্রিস্টভক্তদের উদ্দেশে আরও বলেন, আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী ছিলেন নম্র ও বিনয়ী, সত্যবাদী এবং ধর্মানুরাগী। খ্রিস্টযাগ শেষে তার স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য খ্রিস্টভক্তদের মাঝে আশীর্বাদস্বরূপ ছবি ও বিস্কুট বিতরণ করা হয়॥

আর্শির জন্য লেখা আহ্বান

প্রিয় লেখক

বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম'র পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। অতি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী, ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী, **স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এবং বিজয় দিবস ও বড়দিন উপলক্ষে** আমাদের লিটল ম্যাগাজিন "আর্শি" প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। "সাহিত্য চর্চা করি, আলোকিত সমাজ গড়ি" এই মূলভাবকে হৃদয়ে ধারণ করে উপরোক্ত বিষয়ে আপনার স্বরচিত উৎকৃষ্ট লেখাটি পাঠিয়ে দিন আমাদের ঠিকানায়।

লেখা পাঠানোর ই-মেইল ঠিকানা :

vcorraya@yahoo.com, minugoretti@gmail.com

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ : ১৫ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

আমরা বিশ্বাস করি আপনার মূল্যবান লেখা আমাদের প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করবে এবং সমাজকে আলোকিত করবে।

সকলের সুস্থতা ও মঙ্গল কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে

খোকন কোড়ায়া	**মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া**
সভাপতি	প্রকাশনা সম্পাদক
বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম	বাংলাদেশ খ্রিস্টান লেখক ফোরাম
মোবাইল: ০১৮১৯৪৬১৫০৩	**মোবাইল: ০১৭১০৪১৩২৬৬**

বিজ্ঞ/৩০৩/২১

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড

স্থাপিত: ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ, নিবন্ধন নং-৭১/৯৮, ক-৪৭/১, নদ্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ)

তারিখ: ২৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রি:, শুক্রবার, সময়: সকাল ১০ টায়

স্থান: ডি' মাজেনড্ ক্যাথলিক গির্জা, নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

এতদ্বারা নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সদয় জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী **২৬ নভেম্বর ২০২১ খ্রি:, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০টায়, ডি' মাজেনড্ ক্যাথলিক গীর্জা**, নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২ -এর মিলনায়তনে অত্র সমিতির ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে সদস্য-সদস্যাদের নিজ নিজ পরিচয়পত্র অথবা ছবি যুক্ত ক্রেডিট পাশ বই এবং সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, সকাল ৮টা হতে সভার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে।

সাধারণ সভার কর্মসূচি

উদ্বোধনী:

(ক) উপস্থিতি গণনা, কোরাম পূর্তি ও আসন গ্রহণ, মিনিটস সেক্রেটারি নিয়োগ, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ এবং প্রার্থনা;
(খ) প্রয়াত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নীরবতা পালন;
(গ) কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা;
(ঘ) মোবাইল এ্যাপস্ উদ্বোধন;
(ঙ) অতিথিদের বক্তব্য;
(চ) সভাপতির স্বাগত ভাষণ।

মূল কর্মসূচি:

০১। ২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন;
০২। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের উপর বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৩। বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং উদ্বৃত্তপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন;
০৪। নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৫। পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৬। নতুন প্রস্তাবনা পেশ ও অনুমোদন;
০৭। ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ।

অন্যান্য কর্মসূচি:

(ক) ক্রেডিট কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
(খ) সুপারভাইজরী কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
(গ) খেলাপী ঋণ আদায় কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
(ঘ) বিবিধ;
(ঙ) লটারী ড্র;
(চ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা।

শুভজিৎ সাংমা
সম্পাদক
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

রিচার্ড রিপন সরদার
সভাপতি
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

বি: দ্র: (ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য/সদস্যা সমিতিতে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না;
(খ) সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি বিশেষ লটারীতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারীতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে;
(গ) সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সকাল ৮টা হতে ১০টার মধ্যে উপস্থিত হয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে খাদ্য কুপন সংগ্রহ করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে অনুরোধ করছি;
(ঘ) স্বাস্থ্য সচেতনতায় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও মাস্ক পরিধান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

বিজ্ঞ/২৯৯/২১

শিক্ষায় প্রগতি ও শান্তি

জুবিলী! জুবিলী!! জুবিলী!!!

৫০ বছর পূর্তির সুবর্ণ জয়ন্তী

দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়

গ্রাম: দড়িপাড়া, পো: অ: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর।

ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞচিত্তে অতি আনন্দের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আমাদের প্রাণপ্রিয় বিদ্যাপীঠ দড়িপাড়া সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পূর্তির সুবর্ণ জয়ন্তী আগামী ২০২২ খ্রিস্টবর্ষে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। আনন্দের এই মাহেন্দ্রানুষ্ঠানকে স্মৃতির পাতায় অম্লান করে রাখতে বিদ্যালয়ের শুরু হতে এ পর্যন্ত সকল ছাত্র, শিক্ষক, পরিচালনা কমিটির সদস্য, মিশনবাসীসহ অন্যান্য সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিয়ে দুদিনব্যাপী একটি মিলনমেলার আয়োজন করা হচ্ছে।

তারিখ ঃ জানুয়ারী ৭ ও ৮, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ : শুক্রবার ও শনিবার।

স্থান ঃ সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, দড়িপাড়া।

মহতী এই অনুষ্ঠানকে অর্থপূর্ণ করে তুলতে বিভিন্ন কমিটির সমন্বয়ে ইতোমধ্যে প্রস্তুতি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আনন্দ ও তাৎপর্যপূর্ণ এ আয়োজনকে স্বার্থক করে তুলতে দেশে-বিদেশে অবস্থানরত বিদ্যালয়ের সকল প্রাক্তন ও বর্তমান ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক ও সকল মিশনবাসীকে নিজ নিজ নাম রেজিস্ট্রেশন এবং পরিচিত অন্যদেরকে জুবিলী বিষয়ে সহভাগিতা ও অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণের আহ্বান জানানো হচ্ছে। জুবিলী বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও সকল অনুদান সাদরে গ্রহণ করা হবে।

যোগাযোগে ও প্রয়োজনে ঃ ফোন : ০১৭১৫০২৪১৩২, ০১৭৩১১৭৬৩২৫, ০১৭১৫২৫৮০১৭, ০১৭১২৫৪৯৫৩৬
ফেসবুক : সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়, দড়িপাড়া (সুবর্ণ জয়ন্তী ২০২২)
ই-মেইল : jubilee.sfxps@gmail.com

ধন্যবাদান্তে,

ফাদার অমল খ্রীষ্টফার ডি' ক্রুজ
আহবায়ক, জুবিলী উদযাপন কেন্দ্রীয় কমিটি ও
পালক-পুরোহিত, পবিত্র পরিবারের ধর্মপল্লী, দড়িপাড়া

মিল্টন এস. রোজারিও
সদস্য সচিব, জুবিলী উদযাপন কেন্দ্রীয় কমিটি
সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়, দড়িপাড়া

বিজ্ঞ/২৯৭/২১

পাওয়া যাচ্ছে! পাওয়া যাচ্ছে!! পাওয়া যাচ্ছে!!!

- ❒ খ্রিস্টযাগ রীতি
- ❒ খ্রিস্টযাগ উত্তরদানের লিফলেট
- ❒ ঈশ্বরের সেবক থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর বই
- ❒ কাথলিক ডিরেক্টরী
- ❒ এক মলাটে নির্বাচিত কলামগুচ্ছ
- ❒ যুগে যুগে গল্প
- ❒ সমাজ ভাবনা
- ❒ প্রণাম মারীয়া : দয়াময়ী মাতা
- ❒ বাংলাদেশে খ্রীষ্টমণ্ডলীর পরিচিতি
- ❒ খ্রিস্টমণ্ডলী ও পালকীয় কর্মকাণ্ড (১ম ও ২য় খণ্ড)
- ❒ বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও খ্রিস্টমণ্ডলীর ইতিকথা
- ❒ সাধু যোসেফ পরিবারের রক্ষক ও বিশ্বমণ্ডলীর প্রতিপালক

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কাথলিক পঞ্জিকা (বাংলা ও ইংরেজি), দৈনিক বাইবেল ডায়েরী ২০২২ (Bible Diary - 2022), বাণীবিতান, প্রার্থনাবিতান ও ২০২২ খ্রিস্টাব্দের বাইবেলভিত্তিক খ্রিস্টীয় ক্যালেণ্ডার শিঘ্রই পাওয়া যাবে প্রতিবেশী প্রকাশনীর বিভিন্ন সাব-সেন্টারগুলোতে।

অতিসত্ত্বর যোগাযোগ করুন।

-যোগাযোগের ঠিকানা -

খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
হলি রোজারি চার্চ
তেজগাঁও, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
সিবিসিবি সেন্টার
২৪/সি আসাদ এভিনিউ, মোহম্মদপুর, ঢাকা

প্রতিবেশী প্রকাশনী (সাব-সেন্টার)
নাগরী পো: অ: সংলগ্ন
গাজীপুর।

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা- ৪০
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 40
বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ৪০
Regd. No. DA-33
❖ 31 October - 6 November, 2021, ১৬ - ২২ কার্তিক, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

তীর্থ! তীর্থ! তীর্থ!

দিনাজপুর জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দিরে তীর্থ

স্থান : জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দির, রাজারামপুর, দিনাজপুর।

তারিখ : ১৯ নভেম্বর, রোজ: শুক্রবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ ।

আসছে ১৯ নভেম্বর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, দিনাজপুর ধর্মপ্রদেশের জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মন্দিরে মহাসমারোহে তীর্থ উৎসব উদ্‌যাপন হতে যাচ্ছে। আপনি/আপনারা জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ মহা-উৎসবে যোগদান করে মাতা মারীয়ার প্রতি বিশেষ প্রার্থনা, ভক্তি, মানত ও উদ্দেশ্য নিবেদন করে এবং পর্বকর্তা হয়ে নিজের পরিবারের শান্তি ও কল্যাণের জন্যে বিশেষ খ্রিস্টযাগ নিবেদন করতে পারেন। উক্ত তীর্থ উৎসবে আপনারা সবাই আমন্ত্রিত।

যারা দূর দূরান্ত থেকে আগের দিন আসতে চান তাদের জন্য পালকীয় কেন্দ্রে এক রাতের জন্য বেড ভারা ১০০ টাকা মাত্র (এক শত টাকা মাত্র)। রাতে ও সকালের খাওয়া আলোচনা সাপেক্ষ।

পালকীয় কেন্দ্র থেকে তীর্থ মন্দিরটির দূরত্ব মাত্র ১ কি.মি.। যারা পালকীয় কেন্দ্রে পূর্বের দিন আসবেন, তাদের নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করছি।

সময় সূচী :

নভেনা	:	১০ - ১৮ নভেম্বর প্রতিদিন বিকাল ৪ টায় নভেনা ও খ্রিষ্টযাগ ।
নিশি জাগরণ	:	১৮ নভেম্বর সন্ধ্যায় ।
তীর্থের মহা খ্রিস্টযাগ	:	১ম: খ্রিস্টযাগ সকাল ৯টায় ।
		২য়: খ্রিস্টযাগ সকাল ১১টায়।

যোগাযোগের ঠিকানা
পালকীয় কেন্দ্র
লালু পাড়া, মাতাসাগর
মোবাইল : ০১৭২৪০০৯৯৯৭ /০১৭১৫১৬৯৭০৬

আহ্বায়ক
ফাদার আন্তনী সেন
জপমালা রাণী মারীয়ার তীর্থ কমিটি
দিনাজপুর কাথলিক ধর্মপ্রদেশ
রাজারামপুর, দিনাজপুর।
মোবাইল : ০১৭১৫৪১১৯৭৩

বিজ্ঞ/২৬৩/২০২১

প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যার জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুপ্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী ভাইবোনেরা শুভেচ্ছা নিবেন। খ্রিস্টানদের সবচেয়ে বড় আনন্দোৎসব 'বড়দিন' উপলক্ষে 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গত বছরের ন্যায় এবারের 'বড়দিন সংখ্যাটি' বড়দিনের আগেই পাঠক ও গ্রাহকদের হাতে তুলে দেওয়ার আন্তরিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এই শুভ উদ্যোগকে সফল করতে লেখক ও বিজ্ঞাপনদাতাসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আমরা আশা ও বিশ্বাস করি সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা, সহযোগিতা ও সমর্থনে 'প্রতিবেশীর বড়দিন সংখ্যাটি' কাঙ্ক্ষিত সময়ে পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হবো। এই মহৎ উদ্যোগকে সফল করার জন্য আপনিও সক্রিয় অংশগ্রহণ করুন।

আকর্ষণীয় বড়দিন সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপন দিন

সম্মানিত বিজ্ঞাপনদাতাগণ বহুল প্রচারিত ও ঐতিহ্যবাহী 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র বড়দিন সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার কথা কি ভাবছেন? রঙিন কিংবা সাদা-কালো, যেকোন সাইজের, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছা আমাদের কাছে পৌছে দেওয়ার বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমরা আশা করি, দেশ-বিদেশের বন্ধুগণ, আপনারা আর দেরি না করে আপনাদের বিজ্ঞাপন ও শুভেচ্ছাগুলো আজই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। বিগত কয়েক বছরের মতোই এবারের বড়দিন সংখ্যার বিজ্ঞাপন হার :-

আর দেরি নয়, আসন্ন বড়দিনে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে আজই যোগাযোগ করুন।

বি: দ্র: শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশী বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য বাংলাদেশী টাকায় বিজ্ঞাপন হারটি প্রযোজ্য।

বিজ্ঞাপনদাতাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি, বিজ্ঞাপন বিল অবশ্যই অগ্রিম পরিশোধযোগ্য

শেষ কভার (চার রঙ) বুক্‌ড	৫০,০০০ টাকা	৫৫৫ ইউরো	৭২০ ইউএস ডলার
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) বুক্‌ড	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ) বুক্‌ড	৪০,০০০ টাকা	৪৪৫ ইউরো	৫৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (চার রঙ)	২৫,০০০ টাকা	২৮০ ইউরো	৩৬০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (চার রঙ)	১৫,০০০ টাকা	১৭০ ইউরো	২২০ ইউএস ডলার
ভিতরে পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	১২,০০০ টাকা	১৩৫ ইউরো	১৮০ ইউএস ডলার
ভিতরে অর্ধপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	৭,০০০ টাকা	৮০ ইউরো	১০০ ইউএস ডলার
ভিতরে এক চতুর্থাংশ (সাদা-কালো)	৪,০০০ টাকা	৪৫ ইউরো	৬০ ইউএস ডলার
সাধারণ প্রথম পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার
সাধারণ শেষ পূর্ণপৃষ্ঠা (সাদা-কালো)	২০,০০০ টাকা	২২৫ ইউরো	২৯০ ইউএস ডলার

বিজ্ঞাপন বিভাগ
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন : (৮৮০-২) ৪৭১১৩৮৮৫ E-Mail: wklypratibeshi@gmail.com বিকাশ নম্বর - ০১৭৯৮ ৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org